CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 September, 2019 ■ আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১১ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাগ ও অভিমানে আক্রমণ শেষে সন্ধ্যায় প্রিয়াঙ্কার ডাকে দিল্লি ছুটলেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। রাগ ও অভিমানে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাড়াশি আক্রমণ করলেও সন্ধ্যায় প্রিয়াঙ্কার ডাকে দিল্লি ছুঁটে গেলেন সদ্য প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। সংগঠন পরিচালনায় অবহেলা এবং ইস্যুভিত্তিক অজ্ঞতাই কংগ্রেসের দুরবস্থা ডেকে এনেছে। অন্তত এদিন সকালে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ চারিতায় একথাই মনে হয়েছে। তিনি কটাক্ষ করেও বলেছেন, এনআরসি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। অথচ, সুপ্রিম কোর্টে এনআরসি মামলা তুলে নেওয়ার জন্য রীতিমতো চাপ দিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সংগঠন বিস্তারে হাইকমান্ড মোটেও আগ্রহী নন, শীর্ষ নেতৃত্ব এ-রাজ্যে আসতেও চান না। কিন্তু, সন্ধ্যায় দিল্লি ছুঁটে যাওয়ার ঘটনায় কংগ্রেসের রাজনীতি নতুন মোড় নিতে চলেছে বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, রাজ্যে এনআরসি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছি। কিন্তু, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লুইজিনহো ফেলেরিও ওই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। তিনি আরও বলেন, এডিসি-কে অধিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সংবিধানের ধারা ২৪৪-এ মোতাবেক রাজ্যের ভেতরে রাজ্য চেয়েছি। কিন্তু, কংগ্রেস হাইকমান্ড এক্ষেত্রেও সহযোগিতায় আপত্তি জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় আপত্তি থাকলেও অসমের কারবি আলঙে ওই দাবি সমর্থন করেছে কংগ্রেস। প্রদ্যুতের অভিযোগ, কংগ্রেস দ্বৈত মানসিকতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তাই একসাথে ঘর করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এ-জন্যই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকেই ইস্তফা দিয়েছি, বলেন তিনি।

প্রদ্যুৎ আজ উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, এনআরসি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই তাঁদের। অথচ, সুপ্রিম কোর্টে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে কোনও কসুর করছিলেন না কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, এনআরসি ইস্যুতে আমার মামলার সাথে অসমের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন-কি পাতালকন্যা জমাতিয়ার মামলার সাথেও আমার মামলার কোনও মিল নেই। তাঁর কথায়, যাঁরা ভারতীয় নন তাঁরা কোনও সাংবিধানিক পদ দখল করে রাখতে পারবে না। তাছাড়া, যাঁরা অবৈধভাবে এ-দেশে বসবাস করছেন তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই সুপ্রিম কোর্টে এনআরসি চেয়ে আবেদন জানিয়েছি, বললেন তিনি।

প্রদ্যুতের অভিযোগ, কংগ্রেসের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এক বছরে একবারও ত্রিপুরায় আসেননি। এমন-কি, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিপি জোশি তাঁর চার বছরের মেয়াদে ত্রিপুরায় এক বার কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিলেন।

তাতে সহজেই প্রমাণিত, কংগ্রেস নেতৃত্বের ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারে কোনও আগ্রহ নেই। মূলত, তাঁদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। ফলে, এই অঞ্চলে সংগঠন শক্তিশালী করে তোলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়, তোপ দাগেন তিনি। সাথে যোগ করেন, আগামী দিনে ত্রিপুরায় উপজাতি মহল্লায় কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষাকে রোজগারের সাথে সমন্বিত করাই হল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে দেশের প্রথম সারিতে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষাকে রোজগারের সাথে সমন্বিত করাই হল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ত্রিপুরা সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ, উপজাতি কল্যাণ, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যে কোন উন্নত রাজ্যের পরিচয় বহন করে তার সামগ্রিক শিক্ষা পরিকাঠামো। বর্তমান রাজ্য সরকারও ত্রিপুরায় গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে দেশের প্রথম সারিতে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষাকে রোজগারের সাথে সমন্বিত করাই হল রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি শিক্ষা দপ্তরকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তিকে যুক্ত করে আগামীদিনে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত তথ্য অনলাইন প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমগ্র দেশের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য হবে যেখানে এ ধরণের ব্যবস্থা হতে চলেছে। এই ব্যবস্থার ফলে অভিভাবকরাও ঘরে বসে তাদের সন্তানদের খোঁজখবর নিতে পারবেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় নিরাপত্তার বিষয় যেমন সুনিশ্চিত থাকবে তেমনি গুণগত শিক্ষাও প্রসারিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমাসে বিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সংকলিত প্রশপত্রে তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ষান্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এন সি ই আর টি সিলেবাস চালু করার বিষয়টি কঠিন ছিল। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর সেই সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সিলেবাস চালু হওয়ার ফলে রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসার যেমন ঘটবে তেমনি জাতীয়স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরাও সফল হতে পারবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি অগ্রগতি মিটিং-এ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যাতে দ্রত প্রকাশ করা হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মীয় ভাবাবেগ ও ভারতভুক্তির চুক্তিতে আদালতের হস্তক্ষেপ উচিত নয় ঃ প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় মন্দিরে পশু-পাখি বলি বন্ধ, হাইকোর্টের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত সমালোচনা করেছেন রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর কথায়, ধর্মীয় ভাবাবেগে আদালতের হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়। তাছাড়া, ত্রিপুরাকে ভারতভুক্তির সময় ভারত সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। ওই চুক্তির একটি অংশও বাতিলের কোনও এক্তিয়ার নেই আদালতের। সে-ক্ষেত্রে মন্দিরে বলিপ্রথা বন্ধের জন্য সংসদে আইন পাশ করাতে হবে। কারণ, বলিপ্রথা সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে, সে-কথা চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

পশুবলিতে নিষেধাজ্ঞা

শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রদ্যুৎ বলেছেন, বিনা কারণে পশুবলি নির্থক। তবে, ধর্মীয় ভাবাবেগে চট করে আঘাত দেওয়া যায় না। প্রদ্যুতের কথায়, ত্রিপুরায় মন্দিরে পশুবলি বন্ধের নির্দেশ জারি করার আগে সাধারণ মানুষ এবং সমাজের বিশিষ্ট মানুষের মতামত নেওয়া উচিত ছিল আদালতের। তাঁর মতে, ভগবান ও তাঁর শিষ্যের সম্পর্কে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবুও যদি আদালত মনে করে হস্তক্ষেপ করবে, তা-হলে বকরি ঈদে কুরবানি নিয়েও কী একই নির্দেশ জারি হবে, নাকি শুধুই উপজাতি-বাঙালিদের জন্য তা কার্যকর থাকবে, জানতে চেয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর।

তাঁর কথায়, বলিপ্রথা নিয়ে বিকল্প চিন্তার পথ দেখাতে পারত আদালত। কিন্তু, তার বদলে আদালত ভারতভুক্তির চুক্তিতে হস্তক্ষেপ করেছে। তাঁর দাবি, তিনি নিজেও বলিপ্রথার সম্পূর্ণ পক্ষে নন। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরা ভারতভুক্তির সময় রিজেন্ট মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী রাজন্য আমলের সমস্ত মন্দিরের ব্যয়ভার আজীবন ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। সে-ক্ষেত্রে বলিপ্রথা চালু রাখার খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। তাঁর দাবি, ওই চুক্তির একটি অংশও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি পিস্তল-সহ বাংলাদেশি যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। দুটি পিস্তল ও ভারতীয় মুদ্রা-সহ এক বাংলাদেশি যুবক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। নতুনবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশের খাগরাছড়ি জেলার বাসিন্দা অনুময় চাকমাকে (২৫) আটক করা হয়েছে।

নতুনবাজার থানার ওসি বাপ্পি দেববর্মা জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় পিস্তল পাচারের খবর মিলেছিল। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে পিস্তল-সহ যুবককে আটক করা হয়েছে। তিনি জানান, ধৃত যুবক অনুময় চাকমা বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানার অধীন বগাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলেন, আগরতলা থেকে একটি ম্যাক্সে চড়ে উদয়পুরে আসে ওই যুবক। সেখান থেকে বাসে করে গোড়াকাপ্পা যাচ্ছিল সে। নতুনবাজার থানার সামনে ওই বাসে তল্লাশি চালিয়ে অনুময় চাকমাকে আটক করা হয়েছে।

তিনি জানান, অনুময়ের কাছ থেকে দুটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং ভারতীয় মুদ্রা ১, ৩০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। শনিবার বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করেছে, বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে পিস্তল পাচারের কাজ করে সে। তবে, এর পেছনে বড় চক্র রয়েছে বলেও নতুনবাজার থানার ওসি অনুমান করছেন। তিনি জানান, অনুময়কে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত তথ্য বের করা হবে।

এদিকে, বিএসএফ-এর ৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পিস্তল নিয়ে সীমান্ত দিয়ে পাচারের ঘটনায় বিএসএফ-এর ভূমিকায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে জনমনে।

পিতৃ তর্পণ

শনিবার আগরতলায় মহালয়া উপলক্ষ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ দীঘিতে পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ। ছবি- নিজস্ব।

আগুনে পুড়ল জুয়েলারি দোকান, নাশকতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আগুনে পুড়ে এক জুয়েলারি দোকান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাশকতার আগুনে পুড়েছে তাঁর দোকান, অভিযোগ করেছেন জুয়েলারির মালিক বাপন দেবনাথ। বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন হাপানিয়া চৌমুহনি এলাকায় ওই স্বর্ণের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের খোঁজ নিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস। আমতলি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়েছে।

এ-বিষয়ে জুয়েলারির স্বত্বাধিকারী বাপন দেবনাথ বলেন, নাশকতার আগুনেই পুড়েছে তাঁর দোকান। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে বাধারঘাট কেন্দ্রে ৬৬ নম্বর বুথে সিপিএমের পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করায় দোকানে আগুন দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। তিনি জানান, গতকাল দোকান খুলেননি। আজ সকালে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় জনগণ দোকানে আগুন লাগার খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখেন দোকানের প্রচুর জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি জানান, বেশিরভাগ রুপার গয়না পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া, দোকানের আসবাবপত্রও পুড়েছে।

বাপনের দাবি, সিপিএম সমর্থক হওয়ায় দুষ্কৃতকারীরা তাঁর দোকানে আগুন লাগিয়েছে। শাসক দলের দিকেই তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এ-বিষয়ে সিপিএম প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস বলেন, ভোটে জয়ী হয়েও শাসক দল সন্ত্রাসের পথ কেন বেছে নিচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন না। আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই দোকানে ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত হিসাব নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, দোকানে আগুন কীভাবে লেগেছে তা তদন্ত করে দেখা হবে।

দুর্গোৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা আশ্বস্ত করেছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। দুর্গোৎসবে ত্রিপুরায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবার সব আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ। তাঁর দাবি, বহিঃরাজ্য থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে। তাছাড়া সমস্ত বিদ্যুৎপরিবাহী লাইন এবং ট্রান্সফরমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ফলে, দুর্গোৎসবে বিদ্যুতের জন্য আনন্দে ভাঁটা পড়বে না বলে দাবি করেন তিনি।

শনিবার উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটতেই পারে। কিন্তু দ্রুততার সাথে ত্রুটি সারাই করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাঁর কথায়, বিদ্যুৎ নিগমকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে-কোনও দুর্যোগে মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুত থাকার জন্য। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রান্সফরমার এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে ত্রুটি দেখা দিলে দ্রুততার সাথে তা সারাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন ট্রান্সফরমার বহু পুরনো হয়ে গেছে। ফলে, মাঝে-মধ্যে ওই সব ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যায়। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে দীর্ঘ বাম আমলে ট্রান্সফরমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনও কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি। ফলে ট্রান্সফরমার ক্রয় করা হলেও এর গুণমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে এক বিশেষজ্ঞ দল রাজ্যের সমস্ত ট্রান্সফরমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আসবে। তাছাড়া রাজ্যের ট্রান্সফরমার পরীক্ষা কেন্দ্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবীপক্ষের সূচনা, আগমনীর অপেক্ষা...

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। শনিবার মহালয়াকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা পরিলক্ষিত হয়। ভোর রাতেই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন আবাল-বৃদ্ধ বনিতারা। ডট কমের যুগে বাড়িঘরে রেডিওর প্রচলন নেই বললেই চলে। কিন্তু বীরেন্দ্র কিশোরের মহিষাশূর মর্দিনীর সঙ্গীত এখনও প্রাণ কেড়ে নেয় বাঙালি প্রাণ মানুষের। মহালয়ার সকালে সেই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই।

মহালয়ার আগমনীর সুরেই শারদোৎসবের সূচনা হয়েছে। মহালয়ার পূন্য প্রভাতে বিভিন্ন দেবমন্দিরের পুকুরে কিংবা নদীতে পিতৃতর্পন করতে ভীড় লক্ষ করা গেছে ধর্মপ্রাণ মানুষজনকে। কথিত আছে, পূণ্য তিথিতে তর্পন করলে পিতা-পিতামহ সহ পূর্ব পুরুষেরা জল পেয়ে থাকেন। সেই ধর্ম বিশ্বাসকে পাথেয় করেই পিতৃতর্পনের রীতিনীতি আজও পরিলক্ষিত হয়।

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবী পক্ষের সূচনা হয় অমবস্যা ছাড়ার পরই। এই পিতৃপক্ষের শেষ লগ্নে তাই পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তিন জল দানের জন্য সকাল থেকেই রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি সহ বিভিন্ন পুকুরের দেখা গেল শত শত লোকের ভীড়। মহালয়া নয় যেন মায়ের পদধ্বনি। প্রতিটি বঙালীর হৃদয় ছুঁয়ে যায় পুজোর হাওয়ায়। উষাকাল থেকেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মন্ত্র উচ্চারন ও চন্ডী পাঠের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় মহালয়ার। মহালয়া মানেই পিতৃপক্ষের অবসান। দেবী পক্ষের শুরু। পিতৃপক্ষের অবসানের দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন প্রাচীন প্রথা। ইহলোক ত্যাগ করা পিতৃপুরুষদের মঙ্গল কামনায় যব, তিল, জল দান করা হয়। একেই তর্পন বলে। রাজধানী আগরতলায় ও সকাল থেকেই বিভিন্ন জলাশয়ে তর্পনের উদ্দেশ্যে মানুষের ঢল নামে। নদীতে উঠা নামা করার মত সুবন্দোবস্ত না থাকায় দেবঘাট

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৩৪৫ ◻২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১১ আশ্বিন ◻রবিবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উৎসবে নিরানন্দের ছায়া

শারদীয়া দুর্গাপুজায় এই পার্বতী ত্রিপুরায় উৎসবে জন চিত্ত জাগিয়া উঠে। সেই রাজন্য আমল হইতেই এরাজ্যে এই শারদ উৎসব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হইয়া আসিতেছে। আগরতলার দুর্গাবাড়ী ছাড়াও এই শহরে রাজ আনুকুল্যে দুর্গাপূজা পালিত হইত। এই উৎসব গোটা রাজ্যেই আনিত জীবনের স্পন্দন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, কোনও কোনও বছর ত্রিপুরায় শারদ উৎ সবে যেন প্রাণ নাচিয়া উঠে না। একথা ঠিক, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কম। পুজাকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা কিছু বাড়তি আয়ের মুখ দেখিতেন এইবার তাঁহাদের কপালে হাত। এই সংকট আজ সর্বব্যাপী। রাজ্য জুড়িয়া এমন আর্থিক সংকট নামিয়া আসিল কেন, সেখানে নানা মুণির নানা মত। ত্রিপুরায় বেসরকারী স্তরে বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তেমন নাই। রাজ্যের নিজস্ব আয়ও খুব সীমিত। ফলে, রাজ্যে দীর্ঘকাল এই ঐতিহ্যই চলিয়া আসিতেছে যে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাতের টাকা বাজারে না আসিলে সবই ঝিমাইয়া যায়। একথা হয়তো সত্যি যে, রাজ্য সরকার খুব বেশী আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। এই সংকট আছড়াইয়া পড়িয়াছে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র। পুজার বাজার চলিতেছে মন্দায়। দোকানদাররা পসরা সাজাইয়া বসিয়া থাকিলেও খদ্দের নাই। এই চিত্র স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে রাজ্যের গভীর অর্থনৈতিক সংকট চলিতেছে। এই সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নিতে পারিয়াছে সে সম্পর্কেও জনমনে ধোঁয়াশা রহিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় এইবার পুজার আনন্দে কিছুটা ভাঁটা পড়িবার সম্ভাবনাই প্রবল। যদি এই আর্থিক সংকটের কথা সরকারীভাবে স্বীকার করা হইতেছে না। আর্থিক সংকটের কারণে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়াছে। চুরি ছিনতাই’র মতো ঘটনা ইদানিং বাড়িয়া গিয়াছে। যদি সংকট নিরসন না হয় তাহা হইলে আইন শৃঙ্খলার উপরও তাহার প্রভাব পড়িতে পারে।

একথা ঠিক, রাজ্যের সাধারণ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণেই আছে। ফলে, পুজার আনন্দে গোটা রাজ্য মাতিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু মানুষের হাতে যদি অর্থ না থাকে সে খানেই সবকিছুই তো বিস্বাদ ঠেকিবে। রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক সংকটে আছে। সরকারের নিজস্ব আয় বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রের চাপও আছে। সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসায় ফি বসাইবার পিছনেও সংকট মোকাবেলায় একটি পথ। সম্পদ কর, ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধির পিছনেও সেই আয় বাড়ানোর লক্ষ্য কাজ করিতেছে। কিন্তু এ রাজ্যে হঠাৎ করিয়া এমন বাড়তি রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা কতখানি বাস্তবসম্মত সে প্রশ্ন উঠিয়াছে। ত্রিপুরায় সম্ভবত এখনও ষাট শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে। এখানে বেশীরভাগই প্রান্তিক চাষি খেত মজুর বা দিন মজুর। রাজ্যে শিল্প কারখানা বিস্তর স্থাপিত হইলেও কিছু দিন যাইতে না যাইতেই পাততাড়ি গুটাইয়াছে। ভাল বাজারের অভাবেও শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি অকালেই ঝরিয়া পড়ে। তাহার উপর আছে মাফিয়া দৌরাত্ম্য। বোধজংনগর শিল্প নগরীতে মাফিয়া দৌরাত্ম্যে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান অকালেই ঝাপ বন্ধ করিয়াছে। বাম আমলে সেই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্য্যত গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে। একথা মানিতেই হইবে যে, মানুষের কাছে আর্থিক সুবিধা না পৌঁছানোর কারণে রাজ্যে গভীরতর সংকট আসিয়া হাজির হইয়াছে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার গাঁজা, ফেন্সিডিল ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। বাম আমলে এইসব নেশাকারবারিরা বহাল তবিয়তে ছিল। ত্রিপুরার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনেকেই ফেন্সিডিল মাফিয়া হিসাবে পরিচিত। এই কঠোর নেশা বিরোধী অভিযানের কারণে দু’নম্বরী টাকা উধাও হইয়াছে। যে টাকা বাজার গরম রাখিত। সেই টাকা তো নাই। বহু ফেন্সিডিল কারবারিরা এখন এমন সব ব্যবসায় যুক্ত হইতেছেন সেখানে সংকট তৈরি হইয়াছে। এখন মিডিয়ার মধ্যমণি কাহারা সকলেই তাহা জানেন অপরাধীরা রাতারাতি সমাজের গণ্যমান্য পদে আশ্রয় লইতে চাহিতেছেন। রাতারাতি ক্ষমতাসীন দলে ভিড়িতেও সচেষ্ট। সুতরাং অর্থ সংকটের পিছনে মূল কারণ হইতেছে নেশার বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান। এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়িতে রাজ্যবাসীকে অনেক মূল্য দিতে হইবে। গাঁজা চাষের সঙ্গে বহু লোক জড়াইয়া ছিল। রুটি রুজির সংস্থান হইত। তাহারা সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে। রাজ্যের নতুন সরকার নেশার বিরুদ্ধে যে কঠিন পদক্ষেপ নিয়াছে সেখানে অবিচল থাকিতে হইবে। আগামী দিনে ত্রিপুরা তাহার সুফল পাইবে।

নতুন ত্রিপুরা গড়িবার অঙ্গিকার করা যত সহজ তাহা বাস্তবে রূপ দেওয়া অনেক কঠিন। এরাজ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে না পারিলে ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে অন্ধকারই গ্রাস করিবে। আজ নতুন সরকারকে মানুষের আয়ের পথ সুগম করিতে হইবে। কৃষি, শিল্প বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে কার্য্যকর ভূমিকা নিতে হইবে। শারদ উৎসবে মানুষের মনে যে সংকট দেখা দিয়াছে সেখানে সরকারকে ভাবিতে হইবে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াইয়া সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে গাঢ় অন্ধকারে ত্রিপুরা ছাইয়া যাইতে পারে।

জাতীয় আন্দোলনের জাতীয়তাবোধ

গৌতম রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর।।

বিপিনচন্দ্র পাল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটি দ্যোতনা উপস্থাপিত করেছিলেন। সেই চেতনার স্ফুরণে বিপিনচন্দ্র দেশমাতৃকা আর প্রকৃতিমাতৃকার একটা একীভূতকরণ করেছিলেন। এই একাঙ্গীকরণে কোনও কোনও ইতিহাসবিদ ‘বিশ্লষণী কূটকৌশল’ দেখতে পেলেও, সেই কৌশলে কিন্তু পরমত, পরধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র অসুয়া, বিদ্বেষ, রাগ, শ্লেষ, অপমান, অসম্মান, অমর্যাদা প্রকাশ করা হয়নি। এই বিশেষণগুলির প্রতিটিই কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক বোধের প্রধান উপস্থাপক গোলওয়ালকর কর্তৃক উদ্ভূত ‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্বের ভিতরে দগদগে গায়ের মতো ছিল।

গোলওয়ালকার ‘হিন্দু, হিন্দু, হিন্দুত্ব’ এর নামে যে ‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’ এর ধারণা দিয়েছিলেন, তার ভিতরে লুকিয়ে আছে বহুত্ববাদী ভারতের প্রতি চরম চ্যালেঞ্জ। মূল লক্ষ্য ছিলেন দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়। গোলওয়ালকার চেয়েছিলেন তাঁর প্রবর্তিত তথাকথিত ‘জাতীয়তাবাদে’ মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক পরিণত করার নামে তাঁদের নাগরিকত্ব কার্যত কেড়ে নিতে। আর জাতীয় আন্দোলনের সময়কালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশকে এদেশে থেকে বিতাড়িত করার ভাবনা থেকে যে ‘জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি, সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে এদেশের মানুষদের ভিতর সার্বিক ঐক্যের লক্ষ্যে ব্রতী হওয়ার আহ্বানই জানানো হয়েছে।

এখানে একটা কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, একাংশের মানুষ আছেন, যাঁরা প্রাচীন ভারতে নারী সাম্যের দ্যোতনাবাহী মাতৃপুজোর ধারার ভিতরে এক ধরনের নারী বিদ্বেষ খুঁজে পান। যে ধারাতে কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনকালে দেশকে মাতৃজ্ঞানে ভালোবাসা বোধের ভিতর দিয়ে উদ্ভুত বিদেশি শাসক বিরোধী ‘জাতীয়তাবোধের উদ্ভব আমাদের দেশে হয়নি। পরিবর্তীতে আন্তর্জাতিক স্তরে অত্যাধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও পৃথিবীকে ‘মা’ বলে মনে করার ভিতর দিয় নারী ও সন্তান উৎপাদক একাত্ম করে দেখার কোনও ভাবনা গড়ে ওঠেনি।

জাতীয়তাবাদকে যাঁরা রাষ্ট্রবাদ হিসেবে দেখেন, সেই রাজনৈতিক হিন্দুরা ‘ভারতমাতাকে তাঁদের রাজনৈতক বোধের শরিক করলেও, নারীকে কোনও অবস্থাতেই পুরুষতান্ত্রিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ইতিহাসবিদেরা কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম লগ্নে, জাতীয়তার উন্মেষকালে নারীর প্রতি সদ্য জাগরিত দেশপ্রেমের সম্ভ্রমকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতেই দেখেছেন ইতিহাসবিজ্ঞানীদের লিঙ্গ বিভাজনে আখ্যায়িত করা একটি অবৈজ্ঞানিক চিন্তা হলেও কেবল তথ্যগত কারণেই এটা উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ব্রিটিশের শাসন তথা শোষণে এদেশের নারী অবস্থান যে চিরকালীন নারীর যন্ত্রানায় জীবন, যাদের সামাজিক সারপ্লাস ভ্যালুকে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস, সেই নারীর বিপরীত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এত হাতে তোর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার হিসেবে জাতীয়তাবাদী চিত্রমালাতে অঙ্কিত করা হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি নিজেও একজন নারী অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাকে অধ্যাপিকা তনিকা সরকারের কাছে মনে হয়েছে। অশ্রুভরা বেদনা।

ফেসবুক কতখানি সমাজের মঙ্গলে

বরুণ দাস

চলতি বছরেরই প্রথম দিক। কফিহাইসে এক পরিচিত কবি বন্ধু অবাক হয়ে বলেই ফেললেন, সেকি। আপনার ফেকবুক অ্যাকাউন্ট নেই? যেন কোনও ডাইনোসর যুগের মানুষ আমি এমন বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা,কোন আদ্যিকাল পড়ে আছেন মশাই? লোকে শুনলে হাসবে। থতমত খেয়ে বলি, আসলে কী জানেন, ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝিনা; তাই ওপথে পা বাড়াইনি। উত্তর এল, কোনও ব্যাপারই না। কিছুটি ভাববেন না, আপনাকে আমিই দেখিয়ে দেব সব।

তার আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমাকে প্রভাবিত করে। একদিন সত্যি সত্যি সবকিছু দেখিয়েও দেয় সে। প্রধানমন্ত্রী জনধন অ্যাকাউন্টের মতো আমারও খুলে যায় এফবি অ্যাকাউন্ট। এফবি অ্যাকাউন্ট চালু হওয়ার পর সত্যি এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেল এই নিরেট অধমের সামনে। দু’চারদিন বেশ ঘাঁটাঘাঁটিও করলাম বেশ আগ্রহ নিয়ে। অনেক পরিচিত মুখের ছবি ভেসে উঠল এফবি-র ছোট্ট স্ক্রিনে। তাঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে। অনেকেই দেখালাম বন্ধুত্ব চায়। ভাবছি, আমি এতটাই নামিদামি মানুষ? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বুঝে -না বুধে কিছু কনফার্ম ও করে দিলাম। নানারকম মন্তব্য ফুটে উঠল এফবি পেজে। মনে হল, অন্য জগতে পা দিয়েছি।

ইচ্ছে করেই প্রথমদিকে নিজের কোনও ছবি বা পরিচিতি (বায়োডাটা) দিইনি। আর দেওয়ারই বা কী আছে। অনেক প্রদীপ কবি বন্ধু অনুরোধ জানালেন ছবি দিতে যাতে লোকে অন্তত চিনতে পারেন। তাঁর যুক্তি একই নামে অনেক ব্যক্তি আছেন। বিভ্রান্তি এড়াতে যেন ছবি দিই। দিলামও ছবি। তবে রিসেন্ট ফটো নয়। সঙ্গে যেটুকু পরিচিতি না দিলেই নয়, সেটুকু। কে এই অধম পরিচিতজনেরা ভেবেছিলেন। এবার অপরিচিতজনেরাও লাইক কমেন্ট ও শেয়ার ভরে দিলেন। সে এক উত্তেজনা বটে।

ক্রমশ বন্ধুত্বে আগ্রাহীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। ভার্চুয়াল জগতের প্রতি মানুষের যে এতটা আগ্রহ তা এফবি অ্যাকাউন্ট না খুললে বোধহয় বুঝতেই পারতাম না খুললে বোধহয় বুঝতেই পারতাম না। কিছুদিন নিয়মিত ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা প্রতিদিন কিছু না কিছু মন্তব্য করে চলেছেন। সাহিত্য,শিল্প,সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন,রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে কী করে সংসারে সুখ, শান্তি পাওয়া যাবে তা নিয়েও । এমন কোনও বিষয় নেই যা এফবি অ্যাকাউন্টে অমিল। জ্ঞানের ভাণ্ডার দেখে তো অবাক।

অনেক চেনামুখের সন্ধান পেলাম যাঁরা নিয়মিত নানা বিষয়ের ওপর রাশভারী সব কমেন্ট করেন। অনেকে আবার সেই কমেন্টের ওপর পাল্টা কমেন্টও করেন। সেসব কমেন্টের মধ্যে অনেক অকারণ বাহবা যেমন থাকে, তেমনি থাকে নানারকম অবাঞ্ছিত শ্লেষ বিদ্রুপও। তাঁরা যে এতকিছু জানেন, তা ধারণারও বাইরে বাছাই করা কবিতা বা গানের বহুপঠিত কিম্বা বহুশ্রুত পংক্তি ব্যবহার করে নিজের একটি ঢাউস সাইজের সুন্দরছবি দেওয়া হয় তা নীচে। ছবিটি কোনও সুন্দরী মহিলার হলে তো কথাই নেই। এক্ষেত্রে সাধারণত তাই থাকে। মুহূর্তে লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের সুনামি বয়ে যায় ওই পোস্টের। অনেকেই লাইক কমেন্ট শেয়ারের ওই সংখ্যা নিয়ে পরিচিতজনের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করেন। আসলে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। একে অস্বাকীর কারর কোনও উপায় নেই।

কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র প্রমাণে বিশেষভাবে আগ্রহী। এদের অনেকে দেস বিদেশের বিখ্যাতজনদের আড্ডায়,চলতে ফিরতে অনেকেই বুঁদ হয়ে গিলছেন এসব। এ এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা।

এক পরিচিত বন্ধুর সরল স্বীকারোক্তি, দেখো আমাদেরকেউ প্রচার দেবে না। আর কেনই বা দেবে? তাই যতটুকু পারি নিজেদেরকেই করে নিতে হবে। এ যুগে ব্যক্তি প্রচারের পীঠস্থান ফেসবুকের পাতা। ফেসবুক হল তেমনই এক মহার্ঘ্য মাধ্যমে,যেখানে নিজের ঢাক নিজে পেটানোতে কোনও অসুবিধে নেই। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। কেউ বিরোধিতা করার নেই। আপন মনে যা খুশি করে যাও। বড়জোর দু’একজন বিরূপ কোনও মন্তব্য করতে পারেন। সবাই তো আমরা প্রায় ভণ্ডামি ভেজা আচরণ আমাদের মনে কি ধরনের দ্বন্দ্ব কিম্বা প্রতিক্রিয়া তৈরি করে,তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তিনি বা তাঁরা? বলতে দ্বিধা নেই, চলভাষে কোনও পরিচিত কবি আবত্তিকারের কাছ থেকে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অনুরোধও আসে যাতে তার সম্বন্ধে প্রশংসা সুচক লাইক কমেন্ট শেয়ার ভরেদিই এফবি-রপাতা। চোখে পড়ছে কোনও এক অখ্যাত কবি আবৃত্তিকারের পোস্ট আমার কবিতা না শুনেও যাঁরা শুধু ফেসবুকের অনুষ্ঠানের খবরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তা দেখে আমি সত্যি আপ্লুত হচ্ছি। এই যে মিথ্যের বেসাতি, মিথ্যের প্রচার মিথ্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা এটা

ছিল। অনেক বড় বড় বিষয়ে কত সহজেই না চটজলদি সমাধানের পথ বাতলেদেন। মুশকিল আসানের পথ বাতালে দেন। মুশকিল আসানের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম এফির অ্যাকাউন্ট একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নানা বয়সের বন্ধু বান্ধবী,স্বামী, স্ত্রী নানা পোজে ছবি পোস্ট করেন। ব্যক্তিগত ঘটনাও শেয়ার করেন। কোথায় গেলেন কী খেলেন, কী রান্না করলেন—তারও খবরাখবর পরিবেশন করেন। আত্মপ্রচারে আগ্রহী কিছু কিছু কবি সাহিত্যিক কী লিখলেন, কোথায় লিখলেন, কে বা কারা তার লেখালেখির কী প্রশংসা করলেন, তা শেয়ার করেন। এসব নিয়ে তাঁদের পরিচিতজনের মধ্যে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের ঢেউ ওঠে। হাতের কাছে কিছু টাটকা কিছু না পেলে অগত্যা পুরনো ছবি বা ঘটনাও পোস্ট করেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্ত বা মন্তব্য পোস্ট করতে পছন্দ করেন। এর ফলে নিজেকে একদিকে যেমন বিজ্ঞ প্রমাণ করা যায় অন্যদিকে পরিচিত মহলে নিজের ওয়েটও অনেকটা বাড়ানো যায়। যদিও নিজেদের জীবনে এসেব উক্তি বা মন্তব্যের মান্যতা দেন না। এগুলি অহেতুক বিতরণ না করে নিজের জীবনে পালন সামান্য উদ্যোগ নিলে অনেকটাই যে লাভবান হওয়া যায় তা ভুলেও মনে আনেন না।

আসলে অন্যদের মধ্যে বিখ্যাতজনদের উক্তি উপদেশ ছড়িয়েই এদের যেন পরম তৃপ্তি। শুধু নিজের জীবনে পালনেই ঘোর আপত্তি। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের অনেকের মধ্যে সত্য মিথ্যোর যেন অপার আনন্দ। ভাবখানা এই দেখো আমি কতবড় কেউকেটা। প্রতিদিন ফেসবুকের পাতায় এদের তাণ্ডব চোখে পড়ে সহজেই। ট্রেনে বাসে, অফিসে এক গোত্রের মানুষ ফেসবুকের পাতায়।

এবার আসি এফবি-র পাতায় পোস্ট সংক্রান্ত কিছু টাটকা উদাহরণ। জীবনান্দ সভাঘরে কোনও একটি কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে গিয়ে হয়ত জনা পনের যোল শ্রোতার উপস্থি দেখলাম। রাতে ফিরে ফেসবুকের পাতায় দেখা গেল ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া কোনও কবির গর্বিত অভিব্যক্তি এত পাঠক যে আমার কবিতা শুনতে আগ্রহী তা জানতাম না। অভিনন্দন সমস্ত শ্রোতা -দর্শকদের। কিম্বা গতকাল আকাদেমি সভাঘরে ফিনিক্স এর অনুষ্ঠানে আমার আলোচনা সকলেই প্রশংসা করলেন দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

এই যে নির্বিকল্প মিথ্যে সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রচারের আলোয় আনার নির্লজ্জ ও কৃত্রিম প্রচেষ্টা, এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি? একজন সাংস্কৃতি কর্মীর কাছ থেকে এমন মোটেই সুখকর নয়। এভাবে বেশিদূর এগোনো যায় না। যদিও যে কোনও বিজ্ঞাপন মানেই মিথ্যের ফুলঝুরি। যা নয়, তাকেই তুলে ধরা সত্যিকে সচেতনভাবে আড়াল করে অর্থসত্য প্রমেট করা। এটাও কম অপরাধ নয়।

চারবন্ধুতে হাজার টাকা মূল্যেরটিকট কেটে শহরের কোনও অভিজাত মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখে তা জানাতেও ভোলেন না ফেসবুকের পাতায়। একেবারে সচিত্র সংবাদ। তবে কার সৌজন্যে টিকিটের টাকাটা এসেছে তারও উল্লেখ করতে ভোলেন না তাঁরা এই যে সর্বগ্রাসী প্রচারের নিজেদের ডুবিয়ে রাখার প্রবণতা এটাকে ঠিক কীভাবে দেখছে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিদরা? তাঁদের কথায় সামাজিক মূল্যবোধ ও মানকি সত্তা শূন্যতে নেমে আসলে এমন প্রবণতা আমাদের গ্রাস করে। আজকের সমাজে এ দুটোরই বড় অভাব। ঘটনার আরও আছে। কারও হয়ত বিদেশে যাবার শখ হয়েছে কিম্বা সুযোগ এসেছে। হয়ত সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে। তা হতেই পাবে এবং পরিচিতজনদের তা জানানোর মধ্যেও কোনও অপরাধ নেই। সহজ সরল ব্যাপারটা যেন উঠেই গেছে। সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলাটাই যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিম্বা অনেকে ওটার মধ্যে একটা বাহাদুরির ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তাই সহজ পথে নয় ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে বলতে হবে আর কী।

তা কীভাবে সবাইকে জানাতে হবে? পরিচিতজনদের কাছে নিজের কদর বাড়াতে আশ্রয় নিতে হবে ফেসবুক। যাতে সবার কাছে পৌঁছে যায় তার বিদেশভ্রমণের কথা। তাই সরাসরি সেকথাটি না বলে তিনি ফেসবুকের পাতায় জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আগস্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে কি ওখানে (যে দেশে যেতে চান) খুব শীত থাকে? আমার আবার শীত থাকে? আমার আবার শীতে খুব কষ্ট হয়। সভ্যতার এই বাঁকা চলন এর অন্যতম হাতিয়ার ফেসবুকের পাতা। ভণ্ডামির কারখানা ফেসবুকের পাতা। হিপোক্রোসির নির্ভরযোগ্য স্থান ফেসবুকের পাতা।

খেতে কিম্বা ঘুমোতে যাচ্ছি,তাও সবাইকে জানাতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা ভালোলাগা কী মন্দ লাগার কথা তাও নিয়ম করে পোস্ট করতে হবে ফেসবুকের পাতায়। এভাবেই যাপনচিত্রের যাবতীয় গোপনীয়তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে আনার প্রবণতার মধ্যে আধুনিকতার কোন রহস্য লুকিয়ে আছে জানি না। জীবনের এমন কিছু মহার্ঘ মাধুর্য থাকে যা একান্তভাবেই নিজস্ব তার কোনও শেয়ার বা ভাগ হয় না। সর্বনাশা প্রচারের যুগে এই বোধটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

উল্লেখ আট থেকে আশি সবাই আছেন ফেসবুকের পাতায়। শুধু আছেন বললে বোধহয় সবটা বলা হয় না। বাল দরকার দিব্যি মজে আছেন। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে প্রায় সবাই আধুনিক বিলাকসবহুল ফ্ল্যাটেও যেমন ফেসবুকের রমরমা, খালপাড়ের ঝু পড়িতেও। পাঁচতারা হোটেলে ভোজ খাওয়া কিম্বা নুন আনতে পান্তা ফুরনো মানুষ কোনওরকম ভেদাভেদ নেই। যেকোনও উন্নত আধুনিক প্রযুক্তিরই ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ফেসবুকেরও নিশ্চয়ই আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সমালোচকরা দেশদ্রোহী হতে পারে না

সফিকুজ্জামান

মানুষের বসবাসের একমাত্র স্থান আমাদের এই নীল গ্রহ। একদিন রাষ্ট্রহীন পৃথিবী ছিল মানুষের অবাধ বিচরণভূমি। সীমান্ত ছিল না, সৈন্য ছিল না, ছিল না কাঁটাতারের বেড়ার এপার -ওপার। কিন্তু কালের যাত্রায় মানুষ পরিবর্তন এনেছে ধীরে ধীরে। একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ঐক্যের বন্ধন ভিত্তিতে বা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতেও গড়ে তুলেছে দেশ। আইন, শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ। রাষ্ট্রে সৃষ্টি থেকেই এই দেশে বসবাসবারী মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা। সাধারণ অর্থে দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে দেখা এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসার নামই দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ।

কিন্তু দেশের নাগরিক যখন ভাবতে থাকেন যে, তাঁরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্যরা নিকৃষ্ট, এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয় ঘৃণা বা বিদ্বেষ। এই ধরনের ধারণা থেকে অন্যান্য জাতিকে শাসক ও শোষণ করার মানসিকতার জন্ম হয়—তৈরি হয় যুদ্ধ উন্মাদনা। এই ভয়ঙ্কর মানসিকতার নাম উগ্র জাতীয়তাবাদ, যা হিটলারের জার্মানিতে সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা সকলেই তার বিকাশ ও ধ্বংস ইতিহাস জানি।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে দেশদ্রোহী শব্দটা খুব বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা প্রাক স্বাধীনতার যুগের বিপ্লবীদের দেশপ্রমিক বা স্বাধীনতা সংগ্রামী নামে আখ্যায়িত কবি, যেমন ভগৎ সিং, সূর্য সেন প্রমুখ। আর সূর্য সেনকে যিনি ব্রিটিশদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই নেত্র সেন বা তাদের মতো মানুষদের দেশদ্রোহী বলে জানতাম। এছাড়া যারা নিজ রাষ্ট্রে ক্ষতি করার জন্য বাইরের রাষ্ট্রকে সাহায্য করে তাদেরও দেশদ্রোহী বলি। এই সমস্ত দেশদ্রোহীরা রাষ্ট্রে আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধী। কিন্তু এ ধরনের অপরাধে অপরাধী না হলেও বা আইনের চোখে অপরাধী হওয়ার পূর্বেই কারও কারও বিবৃতিকে দেশদ্রোহীদের মতো উক্তি বলে প্রচার করার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তারা না পায় ভালো স্বাস্থ্য, পরিষেবা, না পায় হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টের নাগাল। দেশের জনসংখ্যার এই সিংহভাগ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষ---তারা দু’হাতে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে অন্ন সংস্থান কনে, তারা রাজনীতির জটিল অঙ্কগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করেন না এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নন। গণমাধ্যমগুলোর প্রচারকেই তাঁরা বেদবাক্য বলে মনে করেন। তাই রাজনীতির লেখায় তাঁদেরকে বিভ্রান্ত না করাটাই শ্রেয়।

একজন বাস্তবাদী আদর্শ দেশপ্রেমিক মানুষ অবশ্যই দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। অতএব একথা বলা যায় যে, দেশের মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে তিনি বা তাঁরা মুখ খুলবেন, এটাই স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রীতি। দেশের ঐক্য মানে দেশের মানুষের ঐক্য, বিভেদের প্রাচীন তুলে কখনই ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। দেশ যে রাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি গ্রহণ করে তার ক্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিয়ে যে কোনও মানুষের যেমন সমালোচনা করার অধিকার আছে, তেমনি বিকল্প নীতিমালা প্রকাশের অধিকারও আছে। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যদি কলকারাখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়,কর্মী ছাঁটাই হয়, তাহলে সেই অর্থনীতির বিষয়ে সমালোচনা করাটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকার বা শাসকের নীতির সমালোচনাকারী কখনই দেশদ্রোহী নন।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিরাই ছিলেন অগ্রগণ্য। ১৯৪৭ সালে আমরা পেলাম খণ্ডিত ভারতবর্ষ ও খণ্ডিত বাংলা অগণিত মানুষ ছিন্নমূল হয়ে ওপার বাংলা থেকে এসেছেন এপার বাংলায়, ঠিক তেমনি এপার বাংলা থেকেও চলে গিয়েছেন অজস্র মানুষ—তাদের হৃদয়ে ছিল ছেচল্লিশের দাঙ্গার দগদগে ঘা। দেশভাগ হয়ে সর্বাধিক ক্ষতি হল বাঙালি আর পাঞ্জাবিদের। স্বাধীনতার সাত দশক পর অসমে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হল এনআরসি তালিকা। এই তালিকার বাইরে রয়ে গেলেন ১৯ লক্ষাধিক মানুষ যারা অধিকাংশই বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান। এই অবস্থার খেদানো একটা ব্যবস্থার নাম এনআরসি, তাহলে সে কি দেশদ্রোহী? কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি নিয়ে ইতিমধ্যে পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর মতামত প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা বিপক্ষে বলেছেন তাঁরা কি সকলেই দেশদ্রোহী বা পাকিস্তানি? নাগাল্যান্ড ১৪ই আগস্ট স্বতন্ত্র পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা উদ্‌যাপিত হয়েছে অথচ ওখানে বা অন্যান্য যে রাজ্যগুলিতে ৩৭১ ধারা বলবৎ আছে সেখানে তো এক দেশ এক আইন তত্ত্ব খাটছে না। তাহলে কি সামালোচক মাত্রই দেশদ্রোহী তকমা লাভ করবেন? পাকিস্তানের মাটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর কাশ্মীরের মানুষের অবস্থা সংস্পর্কে দেশীয় ও বিদেশি মিডিয়াগুলোতে ভিন্ন স্বর শোনা যায়। কোনও মানুষ এবিষয়ে প্রশ্ন তুললেই তিনি হয়ে যেতে পাবনে তথাকথিত দেশদ্রোহী।

মনে রাখা প্রয়োজন ভারতবর্ষ ‘নানা ভাষা নানা মত’ এর দেশ, অসহিষ্ণুতা নয় সহনশীলতাই আমাদের দেশের ঐতিহোর পরস্পরা। স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছায়াসঙ্গী ছিলেন আবিদ হাসান আর মুহাম্মদ হাবিব, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব দান করেছিলেন। ফাঁসিকাঠে হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন ক্ষুদিরাম ও আসফাকউদ্দিন। বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে আর দিল্লিতে ব্রিটিশরা হত্যা করেছিল অগণিত হিন্দু-মুসলমানকে।

আমরা আজও কি ব্রিটিশদের বিছিয়ে দেওয়া চাটাইয়ে বসে দেশ সেবার কথা ভাবব? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য গোয়েবলস তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে অবৈজ্ঞানিকে অযৌক্তিক কথা প্রচার করা এবং মিথকে ইতিহাস পরিণত করার অপচেষ্টার ফলাফল কী হতে পারে তার উত্তর পাওয়া যার আগামী দিনে। আজকের দিনের তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, তাতে যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই হতবাক হতে বাধ্য আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের সচেতন ও দায়বদ্ধ হওয়া আশু প্রয়োজন। আমরা যদি অন্ধকার রেখে যাই, তবে সে রাত হবে সুদীর্ঘ। আর আমাদের সন্তানেরা হবে অন্ধ ভুলে যাবে আলোর কথা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার রাজধানীতে ধর্ষণ নিয়ে বিক্ষোভ র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

বরাক উপত্যকার মানুষকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের শিলচরে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

শিলচর (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার মানুষের সবধরনের রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কোনও কারণে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনকে অহেতুক দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এখানকার ভাষা, কৃষ্টি, সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করবে তাঁর সরকার, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। শনিবার শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে পোষণ অভিযানের অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের কেন্দ্রীয় সমাপন অনুষ্ঠান এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের প্রবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বরাক উপত্যকাকে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার অবহেলা করেছে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার এই উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত তিন বছরে বরাক উপত্যকার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের শাসনকালে এই উপত্যকাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হত। কিন্তু বিজেপি সরকার উপত্যকার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সব ধরনের প্রয়াস চালাচ্ছে। বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখছে না সরকার। যার পরিণাম এই উপত্যকায় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বরাক উপত্যকার মানুষ যাতে অধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন এর জন্য শিলচরে গড়ে উঠছে মিনি সচিবালয়। জোর কদমে কাজ শুরু হয়ে অচিরেই উপত্যকার তিন জেলার মানুষ লাভবান হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আরও বলেন, এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়, পিছনে তাকানোর নয়। অচিরেই এই অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে। বলেন, বর্তমানে অসম থেকে উৎপাদিত সামগ্রী হংকং, লন্ডন, আবুদাবি, দুবাইতে রফতানি করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সুন্দর সুযোগ প্রদান করেছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক রাজ্য অপর রাজ্যের সঙ্গে মিলে কাজ করবে। এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে মিলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াসের মাধ্যমে রাজ্যের এবং নিজেদের অগ্রগতি করার সুযোগ পাবেন, দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে মানবসম্পদ, উৎপাদন ক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে রফতানি গুরুত্ব পাবে বলে আশাবাদী তিনি। তিনি জানান, গত বছর পোষণ অভিযানে রাজ্যের ৩৬ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ-বছর এক কোটি দশ লক্ষ লোক অংশ নিয়েছেন। রাজ্যের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম বলেন, মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে অসম সরকার সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগে এর জন্য তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত কর্মী-সহায়িকাদের সচেষ্ট ভূমিকা পালনের আবেদন রেখেছেন। আজকেরর অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, শিলচরের বিধায়ক দিলীপ পাল। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প প্রবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন কাছাড়ের জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরি। আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নিজের হাতে গর্ভবতী মহিলাদের সাতভক্ষণের আহার খাইয়েছেন। এছাড়া কয়েকটি শিশুকে অন্নপ্রাশনের অন্ন মুখে তুলে দেন তিনি। এদিন বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী শিশুদের পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাইনে না পেয়ে কর্মবিরতি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের, বন্ধের মুখে পরিষেবা

বাঁকুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাস মাইনে না পেয়ে কর্ম বিরতি শুরু করেছেন বাঁকুড়া জেলার তিন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা ।এর ফলে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা বন্ধের মুখে। সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থার ।জেলায় মোট চারটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মধ্য বড়জোড়া ব্যতীত ওন্দা, ছাতনা, বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ২৪২ জন অস্থায়ী কর্মী কাজে যোগ না দিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন ।এর ফলে এই তিনটি হাসপাতালে রোগী ভর্তি সহ বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা ।সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা ।পূজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী ।কিন্তু এই সব অস্থায়ী কর্মীরা তাদের বোনাস তো দূরের কথা, মাস মাইনে টুকু ও পান নি। আগস্ট মাসের বেতন এখনো মেলেনি, সেপ্টেম্বর মাসও শেষ হতে চললো ।পূজোর মুখে বেতন না পেয়ে গভীর সমস্যায় পড়েছেন কর্মীরা ।ওন্দা হাসপাতালের কর্মী দেবু গরাই, ছাতনার কর্মী গৌতম কুম্ভকার রা বলেন আমরা এজেন্সি মাধ্যমে কাজ পেয়েছি, রাজ্যের সব কটি হাসপাতালে ওই এজেন্সিই লোক নিয়োগের বরাত পেয়েছে ।সে কারনে এজেন্সি কর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়ালখুসি মতো কাজ করেন ।এমনিতে ই প্রতি মাসের বেতন পায় পরের মাসের ১৪ /১৫ তারিখের পর ।এবার সেটা মেলেনি। এছাড়াও তাদের পি এফ এর টাকা ঠিক মতো জমা দেয় নি কর্তৃপক্ষ, ইএস আই কার্ড পায়নি, ক্যজুয়াল লিভ সহ ছুটিও পায় না ।পূজো দোর গোড়ায়, বেতন মেলেনি এখনো, পরিবারের ছোটদের জামা কাপড় ও কেনা হয়নি ।কবে মাইনে পাবো তারও ঠিক নেই ।তাদের সমস্যার সমাধান না হলে তারা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা।

এ বিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রসূন কুমার দাস জানান শুধু বাঁকুড়া জেলা নয় সব জেলাতে এই ধর্মঘট চলছে, একটি এজেন্সি সব কটি হাসপাতালে লোক নিয়োগের বরাত পেয়েছে বলে শুনেছি ।এই সব কর্মীরা সরাসরি আমাদের কর্মী নয়, তবে আমি বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনে জানাবো।

একাধিক রাজ্যে উপ-নির্বাচনে প্রার্থী দিল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : খুব বেশি দিন আর বাকি নেইউ আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভায় নির্বাচনউ ওই দিনই বিভিন্ন রাজ্যে উপ-নির্বাচনেরও ভোটগ্রহণ হবেউ হিমাচল প্রদেশের ধরমশালা বিধানসভায় আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিজয় ইন্দর করন এবং পাছাড় থেকে প্রার্থী হিসাবে গাঙ্গুরাম মুসাফিরের নাম শনিবার ঘোষণা করল কংগ্রেস।

অন্যদিকে, এদিন কেরলের এর্নাকুলাম বিধানসভায় আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য টি জে বিনোদ, অরুর কেন্দ্র থেকে শানিমল উসমান, কোন্নি থেকে পি মোহনরাজ এবং ভট্টিওরকভু থেকে কে মোহন কুমারের নাম ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। পুডুচেরিতে কামরাজ নগর নির্বাচনী এলাকা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জন কুমারের নামও এদিন ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও, উপ-নির্বাচনের জন্য ছত্তিসগড়ের রতনবাড়ী-এসসি আসনে কেশব রাজাক, জানিয়া থেকে শামসুল হক, রাঙ্গাপাড়া থেকে কার্তিক কুরমি, সোনারি থেকে সুশীল সুরি এবং চিত্রকোট থেকে রাজন বেনজমের নামও ঘোষণা করা হয়েছে এদিন।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হাতে খুন শিক্ষাদূত

সুকমা (ছত্তিশগড়), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিক্ষাদূতকে খুন করল মাওবাদীরা। শুক্রবার রাতে নারকীয় ঘটনার সাক্ষী রইল ছত্তিশগড়ের সুকমা।

পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে সুকমা জেলার বেনপল্লী গ্রামের ৮ থেকে ১০ জনের একটি মাওবাদীর দল প্রবেশ করে রাজ্য শিক্ষা দফতরের শিক্ষাদূত পদে কর্মরত মুচাকি লিঙ্গাকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। এক ঘন্টার বাদে চৌমাথার মোড় থেকে শিক্ষাদূতের দেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোক। মুচাকি লিঙ্গাকে খুন করার আগে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে মাওবাদীরা। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করে মাওবাদী। সুকমার পুলিশ সুপার শলভ সিনহা জানিয়েছেন, মাওবাদী সন্ত্রাসে জেলার একাধিক স্কুল বন্ধ রয়েছে। এই স্কুলগুলিকে খোলার জন্য মুচাকি লিঙ্গাকে শিক্ষাদূত হিসেবে নিযুক্ত করেছিল প্রশাসন। নিহত শিক্ষাদূতের আত্মীয়রা এই বিষয়ে পুলিশের কাছে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করে ফের স্কুলে পাঠানোর জন্যই শিক্ষাদূত নিযুক্ত করেছে রাজ্য প্রশাসন।

উত্তরপ্রদেশে দলিত নাবালিকাকে ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

কৌশম্বী (উত্তরপ্রদেশ), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের কৌশম্বীর কারারিতে এক বছর ১৬ দলিত নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। রাজ্য পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার জেলার পুলিশ সুপার প্রদীপ গুপ্ত জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মুস্তাকিম নামে ওই অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগ দাবি করা হয়েছে শুক্রবার রাতে কুয়ো ডিঙিয়ে তাদের বাড়ির উপর চড়াও হয় মুস্তাকিম। তারপর ষোড়শী নাবালিকার উপর চড়াও হয় তাকে ধর্ষণ করে মুস্তাকিম। ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেওয়ার আগে পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় সে। গোটা ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ধর্ষিতাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

হার্ট ফেলিওর থেকে বাঁচতে, ব্লাড পেসারের ঔষধ বন্ধ করা উচিত নয় বলছেন চিকিৎসা গবেষক গিরিশ সিঙ্ঘানিয়া

দুর্গাপুর, ২৮ সেপ্টম্বর(হি.স.): বুকের যন্ত্রনা হলেই, হৃদরোগের শঙ্কায় ভোগে মানুষ। আর সেটাই একসময় মানুষের দুঃশ্চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়ায়। হার্ট ফেলিওয়ার থেকে বাঁচতে কোনভাবে ব্লাড-পেসারের ঔষধ বন্ধ করা উচিত নয়। পাশাপাশি ব্লাড-পেসার নিয়ন্ত্রন রাখা দরকার। এমনটাই জানাচ্ছেন, সেন্ট ভিনসেন্ট ইনফরমেরি হাসপাতালের চিকাৎসা গবেষক ডঃ গিরিশ সিঙ্ঘানিয়া। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে নিজের বাড়িতে এসে গবেষনার বিষয় জানালেন ডঃ গিরিশের মেইন্টর ডঃ অরুন চৌধুরী।

ব্লাড- পেসার কি? পেসার বৃদ্ধি পেলে সঠিক ভাবে হার্ট এর রক্ত ফিরে আসে না। পা ফুলে যায় , পেটে এবং ফুসফুসে জল জমে যায় , নিঃশাসের কষ্ট হয়। কয়েক পা হাঁটলেই দম ফুরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট লাগে। হার্ট ফেলিওয়র নিয়ে আমেরিকার ভিনসেন্ট ইনফরমেরি হাসপাতালের চিকাৎসা গবেষনা করছেন ডঃ গিরিশ সিঙ্ঘানিয়া। তত্বাবধানে রয়েছেন দুর্গাপুরের ছেলে তথা চিকিৎসক ডঃ অরুন চৌধুরী। গিরিশবাবুর গবেষনার নাম'' রোড-হার্ট ফেলিওয়র ক্লিনিকাল ট্রায়ল''। গত ছ''বছর ধরে এই গবেষনা করছেন ডঃ গিরিশ সিঙ্ঘানিয়া। মুলত নেফ্রলজিষ্ট। তিনি দিল্লীর বাসিন্দা। বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। গবেষনায় তিনি বলছেন, ''সারা পৃথিবীতে ২.৫ কোটি হার্ট ফেলিওয়র রোগী। যার ৪০ু ভারতবর্ষের। প্রধান কাজ ব্লাড পেসার নিয়ন্ত্রন করা। ডায়বেটিসের কারনে হার্ট ফেলিওয়র হতে পারে। মানব শরীরে কোলোস্ট্রল বৃদ্ধি পেলে ধমনীর অন্তবর্তী গর্তে স্তর পড়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ফেলে রক্ত চলাচলে বাধা পায়।

দ্বিতীয়ত, ব্লাড পেসারের ঔষধ খাওয়ার পর নিয়ন্ত্রনে চলে আসে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় আসলে ওই ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় অনেকে। তাৎক্ষনিক হার্ট ফেলিওয়র হলে অনেক সময় চিকিৎসকরা পেসারের ঔষধ বন্ধ করে দেয়। ধারনা থাকে কিডনি নষ্ট হতে পারে।'

ডাঃ সিঙ্ঘানিয়া বলছেন,' ব্লাড পেসারের ঔষধ বন্ধ করা মোটেই উচিত নয়। ওই ঔষধ নিয়মিত প্রয়োগ দরকার। তাতে সাময়িক কিডনিতে সমস্যা হলেও পরে ঠিক হয়ে যায়। তবে হার্ট ফেলিওয়র রোধ করা সম্ভব হয়। হার্ট অ্যাটাকের প্রবনতা কম থাকে।' ডঃ অরুন চৌধুরী জানান,' ডঃ সিঙ্ঘানিয়ার সঙ্গে সহমত। ব্লাড পেসার থাকলে নিয়মিত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার।'

দেশের পাঁচ হাজার রেল স্টেশন এখন ওয়াইফাই পরিষেবার আওতায়

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) বিগত তিনদিনে আরও ৩২টি রেল স্টেশনকে বিনামূল্যের ওয়াইফাই পরিষেবার আওতায় আনা হল। এর ফলে বর্তমানে গোটা দেশের পাঁচ হাজার রেল স্টেশনকে ওয়াইফাই পরিষেবার আওতায় আনা হল। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর হচ্ছে দেশের পাঁচ হাজারতম রেল স্টেশন যেটি বিনামূল্যের ইন্টারনেট ওয়াইফাই পরিষেবার আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

শনিবার রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ট্যুইট করে এই তথ্য দিয়েছেন। নিজের ট্যুইটবার্তায় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল লিখেছেন, ওয়াইফাই সুবিধাপ্রাপ্ত ৫০০০ তম রেল স্টেশন হিসেবে সংযুক্ত করা হল পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর রেল স্টেশনকে। রেলকর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনে ওয়াইফাই বসানোর কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয়েছে। প্রথম ওয়াইফাই বসানো হয় বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে। বিগত ৪৪ মাসের মধ্যে ৫০০০টি রেল স্টেশনে ওয়াইফাই বসাতে সক্ষম হয় রেলমন্ত্রক। রেল স্টেশনগুলিতে ওয়াইফাইয়ের জন্য রেলমন্ত্রক গুগল, টাটা ট্রাস্ট, পিজিসিআই-এর মতো সংস্থা সহযোগিতা নিয়েছে।

অরুণাচলে সেনার গুলিতে ধরাশায়ী এনএসসিএন (আর)-এর এক জঙ্গি

ইটানগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে সেনাবাহিনীর গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছে ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (আর)-এর সশস্ত্র এক ক্যাডার। ঘটনা শনিবার ভোরের দিকে অরুণাচল প্রদেশের খারসাঙে সংঘটিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে চাংলাং জেলার মিয়াও মহকুমার অন্তর্গত খারসাং এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৯ নম্বর রাজ রাইফেলস-এর এক দল এনএসসিএন (আর)-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। আজ ভোরের দিকে জঙ্গি সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে মুখোমুখি হলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। উভয় পক্ষে মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হলে এনএসসিএন (আর)-এর এক জঙ্গি সংঘর্ষস্থলে ধরাশায়ী হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সূত্র জানিয়েছে, এনএসসিএন (আর)-এর স্বঘোষিত মেজর আকসান থাঙের নেতৃত্বে দশজনের সশস্ত্র এক দল খারসাঙে ঘাঁটি গেড়েছিল। সংঘর্ষস্থল থেকে একটি আমেরিকায় নির্মিত এম১৬ রাইফেল এবং বিশাল পরিমাণের গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে অভিযানকারী সেনা দল। সূত্রটি বলেছে, সংঘর্ষস্থল থেকে গা ঢাকা দিয়েছে নাগা জঙ্গি সংগঠনের বাকি ৯ জন। তাদের আটক করতে এলাকা ঘিরে চিরুনি তালাশি চালিয়েছে সেনাবাহিনীর দলটি।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক : বেঙ্কাইয়া নাইডু

আবু রোড (রাজস্থান), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ হোক। শনিবার এমনই জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাকও দিয়েছেন তিনি।

এদিন রাজস্থানের আবু রোডে ব্রহ্মকুমারী সংগঠনের আয়োজিত 'ঐক্য, শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিকতা' শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বিশ্ববাসী দুইটি ভাষণ শুনেছে। একটি উন্নয়ন ও শান্তির। অপরটি ঘৃণায় পূর্ণ ছিল। নতুন আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে নতুন ভারতের গঠন হয়ে চলেছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ হচ্ছে ভারত। পরম্পরাগত ভাবে গোটা বিশ্বকে একই পরিবার হিসেবে দেখেছে ভারত। আধ্যাত্মিকতার নৈতিক মূল্যবোধ আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের ভিত্তি। উপ-রাষ্ট্রপতি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে জন মানসে সচেতনতার উপরেও গুরুত্ব দেন। 'সর্বেভবন্তু সুখীন' শ্লোক নিজের বক্তব্যে ব্যক্ত করে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, মানুষের জন্য ভাবা এবং তাদের সুখ নিশ্চিত করা আমাদের সংস্কারের মধ্যে পড়ে। ভারত কখনও কোনও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেনি। এদিন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের ঐক্যবোধের কথার উল্লেখ করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি। ভারত সব সময় শান্তি, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, একতা এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলে এসেছে। আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি, ভালবাসা, উন্নয়ন এবং একক পরিবার বাস্তবে সম্ভব হতে পারে। তা দিয়েই অসুন্দর এই পৃথিবী আরও বেশি সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সন্ত্রাস, হিংসা, ঘৃণার সংস্কৃতির থেকে বিশ্ববাসী মুক্ত হতে পারে।

ব্রহ্মকুমারী সংগঠনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, মহিলাদের নিয়ন্ত্রিত ব্রহ্মকুমারীর বিশ্বের ১৪০টি দেশে ৮০০০ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির থেকে শান্তি, একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা প্রচার করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অর্জুন সিং মেঘওয়াল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

দাঁতালের তান্ডবে নাজেহাল ঝাড়গ্রাম জেলায় মানুষজনেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি: স) : দাঁতালের তান্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঝাড়গ্রাম জেলায় মানুষজনেরা। শুক্রবার রাতে ঝাড়গ্রামের শালবনী ও নেতুরা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে তান্ডব চালিয়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বিঘা জমির ফসল একেবারে পায়ে মাড়িয়ে তছনছ করছে হাতির দল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার সিমলিম, মধুপুর, মযছাড়, বাঁকশোল, আউলিগেড়িয়া, জারুলিয়া, ঘৃতখাম সহ বিভিন্ন গ্রামের মাঠের ধান গাছে একেবারে পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখ্য গত একমাস আগে দলমার দল একই ভাবে এলাকয় ঢুকে কয়েশো বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ।স্থানীয় গ্রামবাসীর আরো অভিযোগ বনদফতরের পক্ষ থেকে সময় মতো ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাচ্ছে না ।তাই ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। যদিও বনদফতরের বক্তব্য হাতির হানায় যা ক্ষয় ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ পাবে গ্রামবাসীরা ।ক্ষতিক্ষতির হিসেব করে তা দেওয়া হবে গ্রামবাসীদের।

উল্লেখ্য বর্তমানে সারা বছর এখন দলমার দল ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়, নয়াগ্রাম,সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম সহ বিভিন্ন ব্লকে থাকছে দলমার দল। দলমা ফিরে যাওয়ার তাদের কোন গতিবিধি নেই। ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গলমহলে সারা বছর খাদ্যের সংস্থান পাচ্ছে বলেই দলমা দল ফিরে যাচ্ছে না বলে অভিমত বনদফতরের ।আগে পুজার আগে সেপ্টম্বর—অক্টোবর মাসে

ছয়ের পাতায়

রামবানে শহিদ সেনাবাহিনীর নায়েক রাজেন্দ্র সিং, অভিযান চলাকালীন গ্রেনেডও ছোঁড়ে সন্ত্রাসবাদীরা

জম্মু, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতীয় সেনাবাহিনীর নায়েক রাজেন্দ্র সিং শনিবার রামবান জেলার বাটোতে শহরে গুলির লড়াইয়ের সময় প্রাণ হারান। সিআরপিএফ সূত্রের খবর, এদিন মেইন মার্কেটে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর ওপর একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়।

এদিন জম্মু কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় অবশ্য জানা যায়নিউ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কম্যান্ড জানিয়েছে, শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল, রামবান এবং ডোডায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফউ গান্ডেরবালে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদউ অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (জম্মু) জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ রামবান জেলার বাটোতে এলাকায় সাধারণ নাগরিকের গাড়ি থামানোর চেষ্টা করে দুই থেকে তিনজন সন্দেহভাজনউ কিন্তু, ওই গাড়ির চালক গাড়ি না থামিয়ে সেনাবাহিনীর ক্যুইক রেসপন্স টিম-কে তৎক্ষণাৎ খবর দেনউ এরপরই সুরক্ষা বাহিনী ও সন্দেহভাজনদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াইউ সুরক্ষা বাহিনীর তাড়া খেয়ে বাটোতে শহরের মার্কেট এলাকায় সাধারণ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে সন্দেহভাজনরাউ রামবান জেলার বাটোতে শহরে সাধারণ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে পড়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে সেনাবাহিনী। আটকে পড়া গৃহকর্তাকেও নিরাপদে বের করে এনেছে সেনাবাহিনী।

রামবানে খতম তিন সন্ত্রাসবাদী, শহিদ এক জওয়ান

জম্মু, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব জম্মু ও কাশ্মীরেউ নিরস্ত্র করতেও সক্ষমও হয়েছে সুরক্ষা বাহিনীউ জম্মু কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় অবশ্য জানা যায়নিউ ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কম্যান্ড জানিয়েছে, শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল, রামবান এবং ডোডায় যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফউ গান্ডেরবালে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদউ অন্যদিকে, রামবান জেলার বাটোতে শহরে সাধারণ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে পড়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে সেনাবাহিনী। আটকে পড়া গৃহকর্তাকেও নিরাপদে বের করে এনেছে সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (জম্মু) জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ রামবান জেলার বাটোতে এলাকায় সাধারণ নাগরিকের গাড়ি থামানোর চেষ্টা করে দুই থেকে তিনজন সন্দেহভাজনউ কিন্তু, ওই গাড়ির চালক গাড়ি না থামিয়ে সেনাবাহিনীর ক্যুইক রেসপন্স টিম-কে তৎক্ষণাৎ খবর দেনউ এরপরই সুরক্ষা বাহিনী ও সন্দেহভাজনদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াইউ সুরক্ষা বাহিনীর তাড়া খেয়ে বাটোতে শহরের মার্কেট এলাকায় সাধারণ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে পড়ে সন্দেহভাজনরাউ শনিবার সকালে সশস্ত্র সন্দেহভাজন একটি বাড়িতে ঢুকে পড়েউ ভয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন প্রত্যেকেইউ কিন্তু, ওই পরিবারের গৃহকর্তা বেরিয়ে আসতে পারেননিউ পরে সেনাবাহিনীর ততরতায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়উ খতম করা হয়েছে তিন সন্ত্রাসবাদীকেও। জম্মু পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মুকেশ সিং জানিয়েছেন, বাটোতের ওই বাড়িটিতে সন্ত্রাসবাদী বনাম সেনার গুলির লড়াই চলাকালীন এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুই পুলিশকর্মী ।অভিযান সম্পূর্ণ হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের হয়ে ওপেন করতে নেমে ব্যর্থ রোহিত

বিশাখাপত্তনম, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের হয়ে ওপেন করতে নেমে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন রোহিত শর্মা। তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ছ' উইকেটে ২৭৯ রানের জবাবে এদিন চা-বিরতি পর্যন্ত পাঁচ উইকেটে ১৫১ রান তুলেছে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশ।

ক্যারিবিয়ান সফরে টেস্ট দলে থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে বিরাট কোহলির ডেপুটির। কিন্তু প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন টেস্টের সিরিজে রোহিত শর্মাকে ওপেন করানোর কথা ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। লোকেশ রাহুলকে বাদ দিয়ে নতুন মুখ হিসেবে টেস্ট দলে ঢুকেছেন শুভমন গিল। আগামী বুধবার থেকে বিশাখাপত্তনমে সিরিজের প্রথম টেস্টে ময়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে ভারতীয় ইনিংস শুরু করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল রোহিতের। টেস্ট ওপেনার হিসেবে মহড়ায় চূড়ান্ত ব্যর্থ 'হিটম্যান'। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের হয়ে ওপেন করতে নেমে শনিবার খাতা খুলতে পারলেন না রোহিত। মাত্র ২ বল খেলে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা লাগান মুম্বইয়ের এই ডানহাতি। ভারতীয় ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার কিন্তু ফিল্যান্ডের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে হেনরিখ ক্লাসেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন রোহিত।

রোহিতের মতো সুযোগটা কাজে লাগাতে ব্যর্থ বাংলার প্রতিশ্রুতিময় ব্যাটসম্যান অভিমন্যু ঈশ্বরনও। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২৫ বল খেলে ১৩ রানে ফিরলেন তিনি। কাগিসো রাবাদা'র বলে মার্করামের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন অভিমন্যু। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দল নির্বাচনের আগে ভারতীয় দলে ঢোকার প্রবল দাবিদার ছিলেন বাংলার এই টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যান। কিন্তু ঈশ্বরনকে টপকে টেস্ট দলে ঢোকেন পঞ্জাব তনয় শুভমন। তবে বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের হয়ে সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারলেন না বাংলার অধিনায়ক।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রিয়াঙ্কা গ্রেটার হয়ে মুখ খুলতেই লোকে বলছে আপনাদের মতো সেলেবদের জন্য দূষণ বাড়ছে

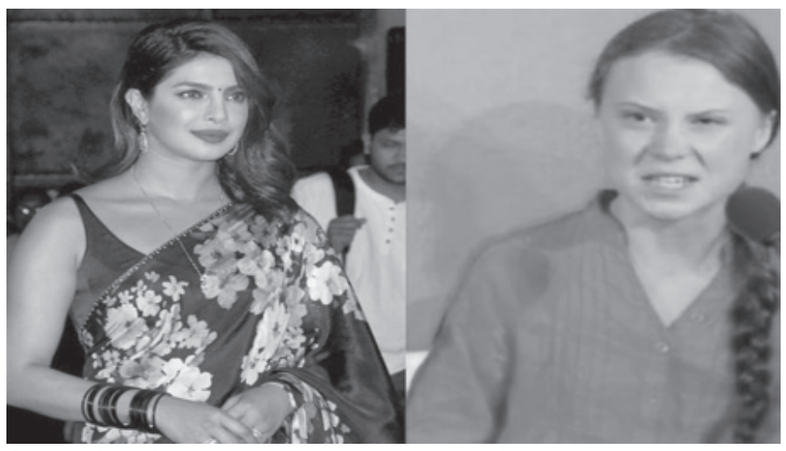

বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বিশ্ব নেতাদের। তার ফলে গ্রেটা থুনবার্গ এখন গোটা পৃথিবীর কাছে চর্চিত বিষয়। তাঁর দাবি ছিল যে পদক্ষেপ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। এর ফলে আগামী প্রজন্মের কাছে সমস্যার হয়ে দাঁড়াবে। এই মন্তব্যকে সমর্থন করে পিগি চপস বলেন, 'ধন্যবাদ গ্রেটা থুনবার্গ, আমাদের মুখে উপযুক্ত ঘুষি মারার জন্য। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের আরও ভাল করে জানা দরকার করণীয় কোনটা। কাজটা কঠিন হলেও তা করা দরকার। কারণ দিনের শেষে আমরা একটা গ্রহেই থাকি।' সঙ্গে সঙ্গে টুইটার পাল্টা মনে করিয়ে দেয়, বাজি পোড়ানো—বেসরকারি জেট ব্যবহার—রোলস রয়েস নিয়ে ট্রোলড হতে হয়েছিল তাঁকে। এগুলির একটিও পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য করা হয়নি। তাই ইন্টারনেট অভিনেত্রীকে ভণ্ড বলেছে। একজন টুইটার ইউজার লিখেছেন, 'এটা সত্যি, যে ধরণের জীবনযাপন সেলিব্রেটিরা করেন, তাতে তাঁদের কোনও অধিকার নেই পরিবেশ বাঁচানো নিয়ে কথা বলার। তাঁদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট একজন গরীব মানুষের জীবনের ক্ষতি করে থাকে অনেকাংশে। সেই ক্ষতির সমাধান করা কী সম্ভব পিসি?' আর একজন লিখেছেন, 'আপনার রোলস রয়েস গাড়ি প্রথমে বিক্রি করে দিন। ভণ্ড।' স্পামিন্দর ভারতী লিখছেন, 'কিছুদিন আগেই আপনি বিয়ে করেছেন। ৬ হাজার সিসি ইঞ্জিনের মার্সিডিজ চড়ছেন। গ্রেটা থুনবার্গের বক্তব্য শুনে কী সেটা ব্যবহার বন্ধ করে দেবেন?' এছাড়া নেটিজেনরা তীব্র কটাক্ষ করেছেন তাঁকে। প্রাক্তন এই বিশ্বসুন্দরীর বিয়েতে বাজি পোড়ানো, সিগারেট খাওয়া---সহ নানা বিষয়ে বিঁধেছেন তাঁকে।

"হাউসফুল ৪"-এর কৃতিত্ব দেওয়া হবে না সাজিদকে! জানালেন অক্ষয়

."হাউসফুল ৪"-এর ট্রেলার লঞ্চে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ এবং ববি দেওলকে। এই তিন অভিনেতারা তাঁদের চরিত্রের বেশে হাজির হয়েছিলেন। তবে ট্রেলার লঞ্চে অক্ষয় এমন এক কথা বললেন যা শুনে হতাশ হতে পারেন পরিচালক সাজিদ খান। ট্রেলার লঞ্চে উপস্থিত হয়ে অভিনেতা বলেন, প্রোডাকশন হাউস থেকে জানানো হয়, কোনও ভাবেই এই ছবির কৃতিত্ব সাজিদকে দেওয়া হবে না। "হাউসফুল ৪"-র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কিন্তু টীমটু-তে সাজিদের নাম জড়ানোই তাঁকে পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।অভিনেতা আরও জানালেন, "সাজিদ ছবির ৬০ু কাজ করে ফেলেছে। কিন্তু স্টুডিও থেকে জানানো হয় কোনও ভাবেই ছবির সঙ্গে যাতে সাজিদের নাম না জড়ানো হয় এবং পরিচালনার কোনও কৃতিত্বই তিনি পাবেন না। টীমটু-র পর থেকেই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরও বেশি সুরক্ষিত হয়ে গেছে।কারণ সেই সময় যাদের নাম সামনে এসেছিল তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক প্রোডাকশন হাউস থেকে পরিস্কার করে বলা হয়েছে, এই ধরণের ব্যবস্থায় কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি যতগুলো প্রোডাকশন হাউসকে জানি তারা সবাই কাজ করছে। তাঁরা অভিযোগ নিচ্ছেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।"সাজিদের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে অক্ষয়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,"ভবিষ্যতে দেখা যাবে। যদি তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হয় বা তিনি যদি কোনও অন্যায় না করে থাকেন তাহলে কাজ করা যেতে পারে। মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, ববি দেওল, রীতেশ দেশমুখ, কৃতি শ্যানন, কৃতি খারবান্দা, পুজা হেগড়ে, চাঙ্কি পাণ্ডে, জনি লিভার, রানা দাগুবাতি এবং নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকে।

বাম—শাসিত কেরল শিক্ষিত বলে মোদি ঝড় মুক্ত, বললেন জন আব্রাহাম

অভিনয় জীবনে দেশপ্রেমের ছবিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। 'মাদ্রাজ ক্যাফে', 'সত্যমেব জয়তে' থেকে শুরু করে 'পরমাণু'র মতো দেশপ্রেম সংক্রান্ত ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি 'বাটলা হাউস' ছবিতেও একজন দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহাম। কিন্তু কখনই তাঁকে কোনও রাজনৈতিক দল বা আদর্শের স্বপক্ষে কথা বলতে শোনা যায়নি। বলিউডের এক াধক অভিনেতা—পরিচালক—প্রযোজকরা যেখানে মোদি স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, রাজনীতির মূলস্রোত থেকে সবসময়ই নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন তিনি। কিন্তু এবার মুখ খুললেন জন। মুম্বইয়ে 'দ্য গড হু লাভড

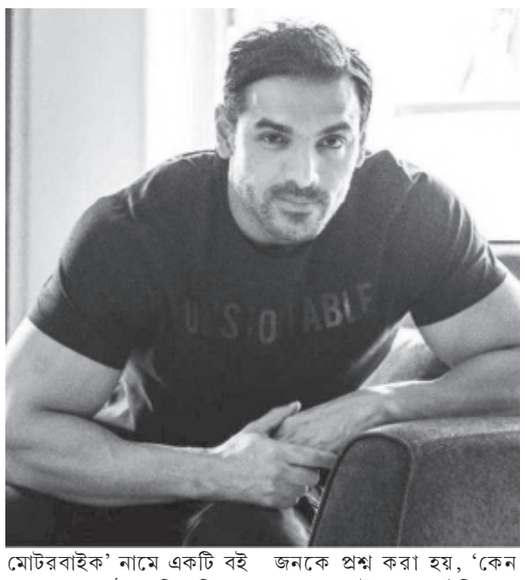

মোটরবাইক' নামে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে কেরলবাসী জনকে প্রশ্ন করা হয়, 'কেন কেরলে এই সময়ে দাঁড়িয়েও মোদি ঝড় দেখা যায় না?' প্রশ্নের উত্তরে জন বলেন, 'এখানেই কেরল অন্যান্য জায়গার থেকে অনেক আলাদা। সেখানে দশ মিনিট দূরত্বে যেমন মন্দির দেখা যায়, তেমনি মসজিদ—চার্চও দেখা যায়। তার জন্য কখনই সমস্যা তৈরি হয় না। যেখানে গোটা বিশ্বে একরকম মেরুকরণ চলছে, সেখানে একমাত্র কেরলেই সমস্ত জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ বসবাস করতে পারেন। কেরলের মানুষের ভেতর কমিউনিজমের ছোঁয়া আছেই। আমার মনে আছে, যখন ফিদেল কাস্ত্রো মারা গিয়েছিলেন, একমাত্র কেরলেই সর্বত্র কাস্ত্রোর পোস্টার পড়েছিল। আমি ছোট থেকেই ওই জীবন দর্শনেই মানুষ হয়েছি।'২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের সব রাজ্যে যেখানে গেরুয়া ঝড় দেখা গিয়েছে, সেখানে কেরলই একমাত্র রাজ্য যেখানে বিজেপি একটিও আসন পায়নি।

চাঙ্কি পান্ডেকে জুতো নিয়ে তাড়া করলেন এক মহিলা!

তিনি জুতো নিয়ে তেড়ে আসছেন আমার দিকে। কিছুতেই তাঁকে আটকানো যাচ্ছে না, জানান চাঙ্কি পান্ডেমুম্বই: চাঙ্কি পান্ডে ৯০-এর দশকের নাম করা অভিনেতা। তাঁকে সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে মজার চরিত্রে অভিনয় করতে। কিন্তু তিনি কিছু ছবিতে ভিলেন অর্থাত নেগেটিভ চরিত্রেও অভিনয় করেন। "প্রস্থানম" ও "সাহো"-তে তাঁকে নেগেটিভ চরিত্রে দেখা গিয়েছে। "সাহো" ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন প্রভাস। আর এই ছবি নিয়েই যত ঝামেলা। একটুর জন্য মার খেতে খেতে বেঁচে গেলেন তিনি।সম্প্রতি একটি ইন্টারভিউতে চাঙ্কি পান্ডে বলেন, 'সাহো" মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পর আমি একটা জায়গায় গিয়েছি। সেখানে বেশ কিছু মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আমি একটা শো করতেই যাই। শো শেষে দেখি এক বয়স্ক ভদ্র মহিলা। আমার আন্টির বয়সী হবেন।তিনি জুতো নিয়ে তেড়ে আসছেন আমার দিকে। কিছুতেই তাঁকে আটকানো যাচ্ছে না। তিনি আমাকে মারবেনই জুতো দিয়ে। যাইহোক কোনও রকমে তাঁকে সামলানোর পর আমি কাছে যাই।গিয়ে ওনাকে বলি আমি আপনার কী করেছি? তখন ওই ভদ্র মহিলা বলেন তুমি আমার কিছু করোনি। কিন্তু তুমি প্রভাস আমার বাহুবলির গলা টিপে ধরেছিলে।

তোমায় আমি ছাড়বো না।তুমি আগে ভাল ছিলে। এইসব করতে না। এখন বাজে হয়ে গেছ।' এই কথা বলে হাসতে থাকেন চাঙ্কি পান্ডে। তবে সে যাই হোক "সাহ" যতই না চলুক। চাঙ্কি পান্ডের অভিনয় কিন্তু দর্শকের মনে গেঁথে গিয়েছে। তা এই ঘটনা থেকেই প্রমানিত।

মহালয়ার সকালেই "অসুর"-এর ভবিষ্যদ্বাণী

দেবীপক্ষের আগমন যেখানে "অসুর"-ও যে সঙ্গে থাকবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে এই অসুরের নির্মাতা কিন্তু পরিচালক পাভেল। ঠিকই আন্দাজ করছেন পাভেলের ছবি "অসুর"। শনিবার মুক্তি পেল "অসুর"-এর টিজার। আর প্রথম ঝলকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জিত।ছকভাঙা পথেই যে এ ছবি এগোবে প্রথম থেকেই তার আভাস মিলেছিল। এদিন ছবির টিজার তাতে শিলমোহর দিল। বলা যায় আগে কখনও এভাবে দেখা যায়নি সুপারস্টারকে।

এক্কেবারে ডি-গ্ল্যাম লুকে পর্দায় আসছেন তিনি। কিছুটা অন্যভাবে দেখা যাবে আবির ও নুসরতকেও।ভারতের চিত্রকলা ও স্থাপত্যের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব রামকিঙ্কর বেইজকে সম্মান জানানো হচ্ছে এই ছবির মাধ্যমে। অনেক আগেই এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন পাভেল। এর আগে জিতের ছবি "বাচ্চা শ্বশুর"-এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন পরিচালক। সেই শুরু, তারপরেই জিতের প্রযোজনায় তৈরি করলেন ছবি।কিগন(জিত), বোধি (আবির) ও অদিতি (নুসরত) এই তিনজন বন্ধুর গল্প। কলেজ এই তিনবন্ধুর ভাবনা একে অপরের থেকে আলাদা। কিগন ও অদিতি কলা বিভাগের পড়ুয়া এবং বোধি ইংরাজী সাহিত্যের। পরবর্তীতে বোধি চাকরি করে একটি কোম্পানিতে, অন্যদিকে কিগনের ভালবাসা ছবি আঁকা। "অসুর"-এর সঙ্গীতপরিচালনার দায়িত্বে নচিকেতা, অমিত ও ইশান।কিগন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যে সামনের বেশকিছু অশুভ ভাবনা দেখতে পায়। চিরাচরিত সমাজ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে এই ভবিষ্যত বুঝতে পারার বিষয়টাই। কিন্তু সে অসুর কেন? কেনই বা এত সমস্যা তাকে ঘিরে? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এবারের শীতে।

শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘটতি রুখতে নিয়মিত যা খাবেন

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক আজকাল আমরা আমাদের অজান্তেই হাড়ের ক্ষতি করে চলেছি। অতিরিক্ত নুন, সফট ড্রিংকস, অতিরিক্ত চা বা কফি খাওয়ার অভ্যাস অতিরিক্ত প্রোটিন বা প্রাণীজ প্রোটিন হাড়ের খুব ক্ষতি করে। তবে কী ভাবে ক্ষয়-ক্ষতি হাত থেকে হাড় বাঁচানো সম্ভব, তা জেনে নেওয়া যেতেই পারে। এমন অনেক খাবার রয়েছে যেগুলি নিয়মিত খেতে পারলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মিটিয়ে হাড় হয়ে ওঠে মজবুত! আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই খাবারগুলি কি কি ...১) শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে তিলের বীজ খুবই উপকারি! কারণ, তিলের বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। ১০০ গ্রাম কাঁচা তিলের বীজে ১,০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। ২) কাঠ বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। এক মুঠো (১০০ গ্রাম) কাঠ বাদামে প্রায় ২৬৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে প্রতিদিন পাতে রাখুন এক মুঠো কাঠ বাদাম। ৩) শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে নিয়মিত ঢ্যাড়স খেয়ে দেখুন। ৫০ গ্রাম ভেন্ডিতে প্রায় ১৭২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে।৪) শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সয়াবিন খুবই উপকারি! এক কাপ (১০০ গ্রাম) সয়াবিনে প্রায় ১৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত সয়াবিন খান। ৫) টক জাতিয় ফল হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি। মুসম্বি, কমলালেবু, পাতিলেবুর মতো যে কোনও লেবুতেই থাকে ভিটামিন সি আর সাইট্রিক অ্যাসিড যা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে। ৬) মজবুত হাড় পেতে নিয়মিত ব্রোকলি খেয়ে দেখুন। ক্যালসিয়ামে ভরপুর এই সবজিটি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।

মন ভালো রাখুন, তবেই পেট ভালো থাকবে

বাঙালি মাত্রেই পেটের অসুখে ভোগেন। আর সত্যি বলতে কী, যত-না ভোগেন, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করেন পেট নিয়ে। আর তাতে করে সমস্যা আরও বাড়ে।প্রথমেই বলে রাখা ভাল, মন ভাল রাখার চেষ্টা করুন, পেট আপনিই ভাল থাকবে। বারবার বাথরুম পাওয়া বা একেবারেই বাথরুম না-হওয়া, সবই কিন্তু কমবেশি মনের ওপর নির্ভর করে। যাঁরা অত্যধিক দুশ্চিন্তা করেন, তাঁরা কিন্তু বেশি পেটের সমস্যায় ভোগেন। গাট-ব্রেন অ্যাকসিস বলে একটা বিষয় রয়েছে ডাক্তারি শাস্ত্রে। যার মোদ্দা কথা হল, মনের সঙ্গে পেটের যোগ নিবিড়। তাই দেখা গিয়েছে মন ভাল না-থাকলে পেটের সমস্যা বাড়তে থাকে। শুধু তাই-ই নয়, যাঁরা একটু বেশি আবেগপ্রবণ হন, তাঁদের পেটের সমস্যাও বেশি হয়। দেখা যায়, পেটে হয়তো সেভাবে কোনও রোগ নেই, তা সত্ত্বেও কথায়-কথায় পেট ব্যথা, গ্যাস-অম্বল, বারবার বাথরুম যাওয়া বা ঠিক তার উল্টোটা, কোষ্ঠাকাঠিন্য। এ-ও দেখা গিয়েছে, যারা মনের দিক থেকে বেশ সুখী হন, তাঁদের কিন্তু পেটের সমস্যা একেবারেই কম। তবে বাড়তে চলা এই স্ট্রেসের মধ্যে মন ভাল রাখাও যে খুব সহজ তা নয়। তাই নিয়ম করে মেডিটেশন করুন। দেখবেন মন ঠান্ডা থাকবে। আর হ্যাঁ, পেট নিয়ে সর্বক্ষণ দুর্ভাবনা ছেড়ে দিন, দেখবেন সমস্যা অনেক কমে যাবে।আর যাঁরা অনেকদিন ধরে কোনও সমস্যার মধ্যে রয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু মনে রাখবেন, কোনও সমস্যাই চিরস্থায়ী নয়। আর হ্যাঁ, যদি দেখেন বাথরুম থেকে রক্ত পড়ছে, খুব দ্রুত ওজন কমে যাচ্ছে, তবে ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন একবার। জেনে রাখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেটের সমস্যা কিন্তু মন থেকে হয়।

২৬টা ছবির পর লিখব 'এ টু জেড'

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: কোন স্কুলে পড়তেন আপনি? দোলনা। স্কুলে ফার্স হতেন? সেকেন্ড হতাম। বালাজি সবসময় ফার্স হত। ফার্স হওয়ার জেদটা কি তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল? (হাসতে হাসতে) প্রশ্নের উদ্দেশ্য, বিষয়টা পরিস্কার করলে ভাল হয় না? এই যে জাতীয় পুরস্কারে বাংলার মধ্যে ফার্স হলেন, আগে জাতীয় স্তরেও হয়েছেন, পুরস্কার ঘোষণার আগে কি টেনশন ছিল ফার্স হওয়া নিয়ে? না, না। আমি জানতামই না কবে পুরস্কার ঘোষণা হবে। একটা মিটিং-এ ছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম 'এক যে ছিল রাজা' সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পাচ্ছে। 'চতুষ্কোণ'-এর পুরস্কার যখন ঘোষণা হয়, তখন ডাবিং করছিলাম। 'জাতিস্মর' যখন পুরস্কার পেল, ঘোষণার সময় আমি আমেরিকায় ট্যুর করছিলাম। কিন্তু, এটা তো ঘোষণার সময়ের ব্যাপার। ছবি তৈরির সময় কি মাথায় থাকে জাতীয় পুরস্কারের কথা? জাতীয় পুরস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খুব সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এটা মাথায় রেখে কাজ করি না। কিন্তু, ধরুন একই বছরে কৌশিক গাঙ্গুলিও ছবি করেছেন, আপনিও করেছেন। তখন কি টেনশন হয় যে কৌশিক পুরস্কারটা পাবেন, নাকি, আপনি? দেখুন, টেনশন কথাটা বলবে না। একটা বছরে কী কী ছবি হচ্ছে খেয়াল রাখি। কোন ছবি পেতে পারে, সেটাও আমি খেয়াল রাখি। আর কৌশিক গাঙ্গুলির কথা বললেন বলে বলছি, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে রাইভ্যালরি আছে, মিউচুয়াল রেসপেক্টও আছে। আগের বছরে যেমন 'নগরকীর্তন' দেখে আমার মনে হয়েছিল যোগ্য ছবিই পুরস্কার পেয়েছে। এবছর 'উরি' তো অনেকগুলো পুরস্কার পেল। যোগ্য ছবিই পেয়েছে বলে মনে হয়েছে? দেখুন, সাউন্ডের পুরস্কারটা যোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছবির জন্যে ভিকি কৌশল যে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন, সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। ওর চেয়ে যিশু অনেকগুন বেটার অভিনয় করেছে 'এক যে ছিল রাজা'য়। ছবি তৈরির সময় কোন জিনিসটা মাথায় থাকে, পুরস্কার, না বক্স অফিস? আমার ছবি একই সঙ্গে ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়েছে এবং বক্স অফিসেও সাফল্য পেয়েছে। বাংলা ছবিতে এটা আমার কন্টিবিউশন বলেই মনে করি। ফেস্টিভ্যাল এবং বক্স অফিসের বেড়াটা আমি ভাঙতে পেরেছি। ছবি তৈরির সময় দর্শকদের ভাল লাগবে কী না, এটা কী মাথায় রেখে ছবি করেন? এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত স্বার্থপর। আমি একমাত্র নিজের দিকে তাকিয়ে ছবি বানাই। নিজের যে ছবি করতে ভাল লাগে, সেটাই বানাই। ক'টা লোকের সেটা ভাল লাগবে, অ্যাওয়ার্ড পাবে কী না, এটা আমি মাথায় রাখি না। আপনার বেশ কয়েকটা সিনেমা নিয়ে কোনও কোনও সমালোচকের অভিযোগ যে সৃজিত পুরনো ছবির বিনির্মান করেন। এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? দেখুন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি উত্তমকুমার জড়িত থাকেন, তাহলে মানুষ সেটাতেই লিঙ্ক হয়ে পড়ে, আটকে পড়ে, মোহিত হয়ে থাকে। এই মোহ-টা ছাপিয়ে উঠতে পারেন না অনেকেই। আমার 'এক যে ছিল রাজা' নিয়ে কেউ কেউ বলেন এটা 'সন্ন্যাসী রাজা' থেকে তৈরি। কিন্তু এটা তো একটা ঐতিহাসিক কোর্ট কেস নিয়ে তৈরি ছবি। 'জাতিস্মর'-এর মূলে আছে একটা সত্য ঘটনা। সেটা কী করে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'র বিনির্মান হয়? আমার একমাত্র ছবি, যেটাকে আপনি বিনির্মান বলতে পারেন, সেটা 'অটোগ্রাফ'। এটা একই সঙ্গে 'নায়ক' ছবিটার প্রতি ট্রিবিউট এবং বিনির্মান। আমার আর কোনও ছবিই আগের কোনও সিনেমার বিনির্মান নয়। আমি আলাদা আলাদা থিম নিয়ে প্রতিবার ছবি করি। আমি একজন কথক। গল্প বলাটাই আমার কাজ। আমি স্টোরি টেলার। তাহলে, গল্প, উপন্যাস লেখেন না কেন? আমার উপন্যাসের স্ট্রাকচার হল চিত্রনাট্য। যখন ২৬ টা ছবি হয়ে যাবে তখন একটা বই লিখবনাম দেব 'এ টু জেড'। 'এ টু জেড' কেন? আসলে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টা অক্ষরের অনেকগুলো নিয়েই আমি ছবি করে ফেলেছি। যেমন 'এ'দিয়ে 'অটোগ্রাফ', 'বি' দিয়ে 'বাইশে শ্রাবণ', 'জেড' দিয়ে আছে 'জুলফিকার'। মাঝখানে কয়েকটা অ্যালফাবেট বাকি আছে। যেমন 'এফ', যেমন 'আই'। এমন কয়েকটা অক্ষর হয়ে গেলে ২৬টা ছবি হয়ে যাবে। 'এ টু জেড' সম্পূর্ণ হয়ে গেলে লিখব জীবনের 'এ টু জেড'। এমন হিসেব করে ছবি তৈরি করেন নাকি? বর্ণমালা দিয়ে ছবির মালা তৈরি করছেন? (হাসতে হাসতে) তাই তো দেখা যাচ্ছে। এবার তো 'বাইশে শ্রাবণ'-এর দুই চরিত্রকে ফিরিয়ে আনছেন নতুন ছবিতে? হ্যাঁ, 'গুমনামি বাবা'র কাজ শেষের পথে। পুজোয় মুক্তি পাবে। পুজোর পরে শুরু হবে 'বাইশে শ্রাবণ'-এর অভিজিৎ, অমৃতাকে নিয়ে নতুন ছবি 'দ্বিতীয় পুরুষ'। নিজের ছবির চরিত্রদের আবার টেনে আনছেন কেন নতুন ছবিতে? দশ বছর হল ছবি করছি। পুরনোরা কেমন আছে, একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। এই আর কি। তবে, আমি নিজেকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনা। গল্প বলি। গল্প বলতে চাই। নিজেকে শোনাই। তারপর দর্শকদের কাছে আসি। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে যাই। সবটাই জীবনের গল্প।

ইচাপা ইচ্ছে থেকেই পরিচালক

বহুদিন সঙ্গীত পরিচালনা করার পর এই প্রথম সিনেমার পরিচালক। এবং প্রথম ছবি 'কেদারা' জিতে নিল স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড। দ্বিতীয় ছবি শুরুর আগে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছে? আসলে, জাতীয় পুরস্কারের আসরে এই স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা ফিচার ফিল্মকে। তাই, এটা সত্যিই একটা বড় সম্মান। হ্যাঁ, অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। অন্তত, আমি যে ধরনের ছবি বানাতে চাই, সেই পথেই যে থাকতে পারব এই পুরস্কার সেই ভাবনাটায় অনেকটা জোর এনে দিল। পরিচালক হিসেবে অন্যদের কাছে অত নম্বর তো পাচ্ছিলাম না। ফলে, আমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। এই গ্রহণযোগ্যতাটা কাদের কাছে? সমকালীন পরিচালকদের কাছে, নাকি দর্শকদের কাছে? প্রথমত এবং প্রধানত দর্শকদের কাছে। আমার এই ছবি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলেও এখনও তো সিনেমা হলে রিলিজ করেনি। ফলে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য কুড়ি পার্সেন্ট বেসিক অডিয়েন্স বা সাধারণ দর্শক আমি পেয়ে গেলাম। আমার কাজ হবে আমার সিনেমা দিয়ে সেই দর্শকটাকে বাড়ানো। তবে, তার জন্যে আমি কোনও কমপ্রোমাইজ করব না। আমি সেই গল্পই বলব, যা আমার বলতে ইচ্ছে করবে। আপনার প্রযোজক নিশ্চয়ই খুশি প্রথমবারের পরিচালকের ওপর ভরসা করার জন্যে? অবশ্যই। আমার 'কেদারা'র প্রযোজক সমীরণ দাস আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন প্রথম মিটিং থেকেই। আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি এই সম্মান-প্রাপ্তিতে খুবই খুশি। পরবর্তী ছবির প্রযোজকও কি তিনিই? না, আমার তৃতীয় ছবি উনি প্রযোজনা করবেন। দ্বিতীয় ছবি কি বাবা, মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে? অপু? ওটা একটু পিছিয়েছে। ওটাই তৃতীয় ছবি হবে। দ্বিতীয় ছবি কী? কী বিষয়? দ্বিতীয় ছবির নাম 'আগন্তুক'। আজকালকার দিনে বহু সিনিয়র সিটিজেন এই শহরে একা থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে। প্রতিবেশী বা অন্য আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়তি মনে করে। মানবিক সম্পর্কই আমার ছবির কেন্দ্রে। কারা অভিনয় করছেন? আবির, সোহিনী, পদ্মনাভ, বেনী, নীল এরা আছে। কবে শুটিং শুরু? ২৪ আগস্ট থেকে। 'কেদারা' কবে মুক্তি পাবে? নভেম্বরে। 'কেদারা'র কেন্দ্রে আছে এক জমিদারের একটা চেয়ার। চেয়ার কি এখানে একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে? হ্যাঁ, চেয়ার এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র। প্রথম ছবিতেই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় আপনার ছবির প্রধান অভিনেতা। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ও অভিনেতাকে প্রথম ছবিতেই ডিরেকশন দিতে কোনও দ্বিধা হয়নি? আসলে কৌশিকদার সঙ্গে বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মিউজিকের কাজ করেছি। সম্পর্কটাও নিবিড়। আর, এই চরিত্রটা কৌশিকদা ছাড়া হত না। কৌশিকদাকে ডিরেকশন দিতে গেলে প্রথম পরিচালকের একটু দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌশিকদা এতটাই কো-অপারেটিভ যে দ্বিধা-টিধা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবং প্রথম পরিচালক হিসেবে অভিনেতা কৌশিকদার কাছ থেকে যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট পেয়েছি, সেটা আমাকে বাড়তি প্রেরণা দিয়েছে। নিজে সঙ্গীত পরিচালক, কিন্তু এই ছবির মিউজিকের দায়িত্ব দিলেন অরিজিৎ সিং কে। কেন? সিনেমার পরিচালক হিসেবে আমি সব কাজটা একা করতে চাইনি। আর, এই ছবির জন্যে যে মিউজিক চাইছিলাম সেটা অরিজিৎ-ই পারবে। সেজন্যেই আমি ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এবং অসাধারণ কাজ করেছে অরিজিৎ। অন্যদিকে অরিজিৎ সিংও তো ছবি পরিচালনা করছেন। সেখানে আপনি অভিনেতা। হ্যাঁ, অরিজিৎ-এর 'সা'তে অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও অরিজিৎ যে চমৎকার, সেটা ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে। আপনার সিনেমার গল্প তো আপনার-ই। সেটা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই? অনেকটা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই। নিজের দেখা জগৎ থেকে মনে মনে অনেক গল্প তৈরি করি। সেগুলো সিনেমায় বলতে ইচ্ছা করত অনেকদিন থেকেই। মনের মধ্যে ছাই চাপা অনেক ইচ্ছে তো থাকে। সেটা থেকেই ছবির পরিচালক হলাম। একসময় ছিলেন চিরদীপ। নাম বদল করে ইন্দ্রদীপ হয়ে সঙ্গীত পরিচালনায় সাফল্য পেলেন। সঙ্গীত পরিচালক থেকে সিনেমা পরিচালকের ভূমিকায় এসেই জাতীয় পুরস্কার। নাম বা ভূমিকা বদল তাহলে সাফল্য দিয়েই যাচ্ছে? (হাসতে হাসতে) সেটাই হচ্ছে দেখছি। আসলে, মিউজিক করতে করতে 'বোর' হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য একটা ভাষা খুঁজছিলাম নিজেকে প্রকাশের। তাই সিনেমার পরিচালক। ভেবেছিলাম, লাগলে তাক, না লাগলে তুক। তাহলে, তাক-ই লাগল? তাই তো দেখছি। তাহলে, এখন কি আপনাকে সঙ্গীতের চেয়ে বেশি করে সিনেমার পরিচালক হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে? সিনেমা পরিচালনার কাজটা নতুন প্রেমিকার মতো। আমি তো এমনিতে কম কথা বলি।

শনিবার বিদ্যুতের সাব ডিভিশন অফিসের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

দেশে ফিরতেই বিমান বন্দরে উষ্ণ অভর্থনা প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আমেরিকার থেকে ফিরে এসে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জগত প্রকাশ নাড্ডা, মনোজ তিওয়ারির মতো নেতারা। ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে।
এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এত বিপুল পরিমাণে জন সমাগম হওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এটি স্মরণীয় ঘরে ফেরা। সকল ভারতীয় কাছে নত মস্তকে কুর্নিশ জানাই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গিয়েছিলাম। ২০১৯ সালেও গিয়েছি। বিগত পাঁচ বছরে বড় পরিবর্তন হয়েছে। ভারতের সম্মান অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সম্পর্কের আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিন বছর আগে এই দিনে আমাদের বীর সেনা জওয়ানরা সার্জিকাল স্ট্রাইক করে নিজেদের সাহসিকতা দেখিয়েছিল। সেই সকল সেনাদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাই।
পরে সমবেত জনগণের দিকে হাত নাড়তে চলছে যান প্রধানমন্ত্রী।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ উল্লেখ চিনের বিদেশমন্ত্রীর মুখে, তীব্র প্রতিক্রা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় চিনের নিন্দায় মুখর ভারত। শনিবার বিদেশমন্ত্রক মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, চিন খুব ভাল ভাবেই জানেন জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর তাই গোটা বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় চিনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে একতরফা ভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন করা উচিত হয়নি। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াঙ ওয়াই কাশ্মীরকে বিবাদমান

অসমের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন, এক আসনে প্রার্থী দিয়ে বাকি তিনে পরোক্ষে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান এআইইউডিএফ-এর

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম বিধানসভার শূন্য চার আসনের একটিতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ। শনিবার হাতিগাঁওয়ে দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বরপেটা জেলার অন্তর্গত ৪৪ নম্বর জনিয়া আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম। এক আসনে প্রার্থী দিলেও তিনটি কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী না দিয়ে পরোক্ষে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউডিএফ নেতা আমিনুল। তিনি বলেছেন, বিজেপিকে পরাজিত করতে এর বিকল্প নেই তাঁদের হাতে।
আমিনুল ইসলাম জানান, জনিয়ায় প্রাক্তন বিধায়ক ডা. হাফিজ রফিকুল ইসলামকে প্রার্থী করেছেন তাঁরা। তবে বাকি তিন আসনে এআইইউডিএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, দলের সাংগঠনিক স্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা মাত্র একটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছেন। তবে ওই তিন কেন্দ্রের ভোটারদের বিবেক ভোট দিতে তাঁরা আহ্বান জানাবেন, জানিয়েছেন তিনি। কেননা, বিজেপিকে রুখতে এছাড়া তাঁদের হাতে বিকল্প নেই, বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম।
এদিকে রাতাবাড়ি কেন্দ্রে এআইইউডিএফ-এর ভিত মজবুত বলে আমিনুল ইসলাম দাবি করলেও মাত্র এক আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘটনাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনীতির বিশ্লেষকরা।
প্রসঙ্গত, অসমের চার আসন যথাক্রমে ১ নম্বর রাতাবাড়ি, ১০৬ নম্বর সোনারি, ৪৪ নম্বর জনিয়া এবং ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়ায় উপনির্বাচন আগামী ২১ অক্টোবর। চার আসনের বিধায়করা গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিধানসভায় চার আসনই শূন্য হয়ে পড়েছিল। বরপেটার কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক ছিলেন জনিয়ার বিধায়ক।

শনিবার শুভেচ্ছা জ্ঞান অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

নারদা কাণ্ডে ম্যাথু স্যামুয়েলের থেকে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার

বারাসত, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : "নারদা কাণ্ডে আমাকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে সেটা সত্যি। কারণ আমি টাকা নিয়েছি তবে সেটা চাঁদা হিসেবে।" সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন নারদাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত বারাসতের সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের নতুন ভবন উদ্বোধন করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার। সেখানে তাকে নারদা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর এই মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব।
এদিন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে কাকলী দেবী জানান "নারদাকান্ডটা পুরোটাই নির্দিষ্ট একটি দল ও কিছু মানুষের বিরুদ্ধে করা একটা চক্রান্ত। যখন মহামান্য আদালতের নির্দেশে এই ষড়যন্ত্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এই বিষয়ে আমি বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। তবে আমি ম্যাথু স্যামুয়েলের থেকে টাকা নিয়েছি এবং ভিডিওটিও সত্য। তবে টাকাটা আমি নির্বাচনের জন্য চাঁদা হিসেবে নিয়েছিলাম আর তার বিল এবং রিসিভ কপিও আমার কাছে আছে। আর ম্যাথু স্যামুয়েল সেই বিলটি রিসিভ করেছেন তার সই ও আমার কাছে আছে।
এখানেই শেষ নয়, তৃণমূলের এই প্রভাবশালী সাংসদ আরও জানিয়েছেন, নির্বাচন লড়তে পৃথিবীর সমস্ত রাজনৈতিক দল চাঁদা নেন। এক্ষেত্রেও আমিও তাই করেছি বলে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি কাকলী ঘোষ দস্তিদারের। একই সঙ্গে তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে আমার কাছে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে। যা আমি ইতিমধ্যেই জমা দিয়েছি। শুধু তাই নয় আমি নির্বাচনের জন্য যে চাঁদা নিয়েছি সেটা নির্বাচন কমিশনের কাছেও জানিয়ে দিয়েছি বলে জানিয়েছেন সাংসদ। তিনি দাবি করেন, এই নারদা নিয়ে যে তদন্ত চলছে আমরা চাই সত্য টা উঠে আসুক আর সঠিক ভাবে তদন্ত হলে এই সড়যন্ত্রের পিছনে কারা আছে সেটা নিশ্চয়ই বেড়িয়ে আসবে আর সেই জন্য আমি তদন্তে পুরো সহযোগিতা করছি। আমি এর থেকে বেশি আর কিছুই বলবো না কারন এটা পুরোটাই তদন্ত সাপক্ষে বিষয়।" তবে নারদ কাণ্ডে তদন্তে যখন গতি আসতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় বারাসাতের সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদারের এই ধরনের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলা বিহারে

পাটনা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার মঞ্চে পরমাণু যুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়ার জন্য ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। শনিবার বিহারের মুজফফরপুর জেলার সিজিএম আদালতে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয় আইনজীবী সুধীর কুমার ওঝা।
শুক্রবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারতের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করার পাশাপাশি পরমাণু যুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন ইমরান খান। এর প্রতিবাদে শনিবার মামলা দায়ের করেন সুধীর কুমার ওঝা। দায়ের করা নিজের পিটিশনে স্থানীয় আইনজীবী জানিয়েছেন ইমরান খানের মন্তব্য এক শ্রেণী মানুষকে উস্কে দিয়ে ভারতের অন্দরে অস্থিরতা পরিবেশ তৈরি করবে। ইমরান খান আরও জানিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে কার্ফু উঠে গেলে রক্তস্নানে পরিণত হবে গোটা উপত্যকা।

পশ্চিমবঙ্গ অহিংসার পক্ষে আদর্শ রাজ্য, মন্তব্য রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মা দুর্গার আগমনীতে ব্যস্ত কলকাতা শনিবার রাতে পেল মহিলাদের এক অভিনব উদ্যোগ। 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল উওমেন্স শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর নির্বাচিত আটটি ছবি দেখানো হল কলকাতার এক অনুষ্ঠানে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাল বলেন, ছবি কোনও সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ রকম সংবেদনশীল মাধ্যম সত্যি বিরল। ছবির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকে আমাদের সংস্কৃতির রক্ষক। কলকাতা হল সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র। এ শহর সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা সব কিছুর নিরিখে অনন্য। পশ্চিমবঙ্গ অহিংসার পক্ষে আদর্শ রাজ্য। আরও এগিয়ে যেতে হবে এই রাজ্যকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিংহভাগ মহিলা দেখে রাজ্যপাল বলেন, অন্তত আজ আপনারা পুরুষদের হারিয়ে দিয়েছেন। ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার ছিলেন

ছয়ের পাতায়

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরি ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন যোগী

লখনউ, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত ৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। একাধিক জায়গায় কার্ফু জারি হয়েছিল। এমতাবস্থায় শনিবার লখনউয়ের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ আপনি ছাত্র হিসাবে এখানে আছেন, আগামীকাল হয়ত আপনি উত্তর প্রদেশের প্রশাসনের অংশ হবেন। আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করি যেখানে যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরী। সমৃদ্ধি তখনই আমাদের জীবনে আসে যখন আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাই।'
ইতিমধ্যে এদিন কাশ্মীরের ২২টি জেলা থেকে নিরাপত্তার কড়াকড়ি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। লাদাখও পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরির উদ্দেশ্যে আমি নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও আলিগড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, আমি এখানে তাঁদের স্থানীয় অভিভাবক এবং তাঁদের কথা শোনার দায়িত্ব আমার।'
অন্যদিকে, এদিনের বৈঠকে জিডিপি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য "মোগলদের পরেই ভারতের জিডিপি হ্রাস পেয়েছিল", সম্পর্কে এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, 'তিনি প্রমাণ করেছেন যে তাঁর কোনও কিছুরই জ্ঞান নেই, তাঁর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এটা তাঁর সৌভাগ্য যে তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন। আমার একমাত্র বক্তব্য বছরে বিজেপি কী করেছে? বেকারত্ব, কর্মী-ছাঁটাই, ৫ জিডিপি নিয়ে কী করেছে বিজেপি?'

দক্ষিণ কোরিয়ার উলসান বন্দরে পন্যবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ

সিওল, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শনিবার সকালে উলসান বন্দরে ক্যামেন আইল্যান্ডের একটি পন্যবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর জাহাজে আগুন ধরে যায় বলে দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলরক্ষীদের সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সময় সময় ১০টা ৫০ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, ২৫ হাজার টন ওজনের ওই জাহাজে সেসময় রাশিয়া ও ফিলিপিন্সসহ বিভিন্ন দেশের ২৫ জন নাবিক ছিলেন। স্টল্ট গ্রোয়েনল্যান্ডের আগুন পরে পাশের আরেকটি ট্যাংকারেও ছড়িয়ে পড়ে। অজ্ঞাতনামা ওই ট্যাংকারে তখন ২১ জন নাবিক ছিলেন বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলরক্ষী। দুটি ট্যাংকারের সব নাবিককে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও আহত ৯ জনকে চিকিৎসা চলছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

শনিবার মহালয়া উপলক্ষ্যে রাজধানীতে আয়োজিত হয় বনার্ঢ্য র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাশ্মীরি ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাতে যোগী

লখনউ, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত ৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। একাধিক জায়গায় কার্ফু জারি হয়েছিল। এমতাবস্থায় শনিবার লখনউয়ের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ আপনি ছাত্র হিসাবে এখানে আছেন, আগামীকাল হয়ত আপনি উত্তর প্রদেশের প্রশাসনের অংশ হবেন। আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করি যেখানে যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরী। সমৃদ্ধি তখনই আমাদের জীবনে আসে যখন আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাই।' ইতিমধ্যে এদিন কাশ্মীরের ২২টি জেলা থেকে নিরাপত্তার কড়াকড়ি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। লাদাখও পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরির উদ্দেশ্যে আমি নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও আলিগড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, আমি এখানে তাঁদের স্থানীয় অভিভাবক এবং তাঁদের কথা শোনার দায়িত্ব আমার।'
অন্যদিকে, এদিনের বৈঠকে জিডিপি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য "মোগলদের পরেই ভারতের জিডিপি হ্রাস পেয়েছিল", সম্পর্কে এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, 'তিনি প্রমাণ করেছেন যে তাঁর কোনও কিছুরই জ্ঞান নেই, তাঁর বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এটা তাঁর সৌভাগ্য যে তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন। আমার একমাত্র বক্তব্য বছরে বিজেপি কী করেছে? বেকারত্ব, কর্মী-ছাঁটাই, ৫ জিডিপি নিয়ে কী করেছে বিজেপি?'

দেবপ্রয়াগে ভূমিধসে চাপা পড়ল যাত্রীবোঝাই গাড়ি : হত ৬, জখম ৫

দেবপ্রয়াগ (উত্তরাখণ্ড), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগের কাছে তিন ধারায় শনিবার ভূমিধসে চাপা পড়ে যায় একটি যাত্রীবোঝাই টেম্পো। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ধ্বংসাবশেষে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ৬ আরোহীর। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। আসে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-ও। এদিন পাহাড়ের পাথর ধসে পড়ে যাত্রীবোঝাই টেম্পোর উপর। ভূমিধসের জেরে টেম্পোটি উল্টে যায় এবং দুর্ঘটনায় ৬ জন যাত্রী নিহত হন। গুরুতর আহত পাঁচজন। সকলকেই উদ্ধার করে দেবপ্রয়াগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই ছয়জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পুলিশ সূত্রের খবর, টেম্পোর মধ্যে থাকা সমস্ত যাত্রীই পঞ্জাবের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। গাড়িটি হৃষিকেশ থেকে শ্রীনগরে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নবরাত্রির আগে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ভূস্বর্গ

শ্রীনগর, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নবরাত্রির আগে উপত্যকার সব জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হল নিরাপত্তার কড়াকড়ি। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে উপত্যকা জুড়ে যে নিয়ন্ত্রণ বহাল করা হয়েছিল শনিবার তা অনেকটাই শিথিল করা হল। প্রশাসনের তরফ থেকে কাশ্মীরের ২২টি জেলা থেকেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হল কড়া নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংযোগ দফতরের সচিব এম কে দ্বিবেদী জানিয়েছেন, ১০৫ টি থানায় এলাকায় নিরাপত্তা শিথিল করা হয়েছে।
গত ৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। একাধিক জায়গায় কার্ফু জারি হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সেগুলি শিথিল করা হয়। এদিন কাশ্মীরের ২২টি জেলা থেকেই নিরাপত্তার কড়াকড়ি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, লাদাখও পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। গত মাস থেকেই উপত্যকার একাধিক স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়া হয়েছিল। দোকান-বাজারও খুলতে শুরু করে কিছু কিছু। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল নিজে গিয়ে সেখানে প্রায় ১৫ দিন ছিলেন। উপত্যকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তিনি নিজে তদারকি করেছেন। উপত্যকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তিনসুকিয়ায় মহালয়ার জনসমুদ্রে বেপরোয়া ইনোভার ধাক্কায় হত মা ও মেয়ে-সহ তিন মহিলা, গুরুতর আহত সাত

তিনসুকিয়া (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শনিবার মহালয়ার ভোরে মানুষের ঢল। এরই মধ্যে মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে বেপরোয়া একটি দামি ইনোভা কার। কারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে সারিবদ্ধভাবে লুটে পড়েন দশজন। তাদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছেন তিন মহিলা। নিহতদের মা রীতামণি গোহাঁই ও তাঁর মেয়ে প্রিয়া গোহাঁই এবং অপরজনকে জনৈক নুমালি বরুয়া বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এদিকে ঘাতক ইনোভার চালক গৌরব দে-কে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সমঝে দিয়েছেন জনতা।
আজ ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী শুনে মহালয়ার ভোর উপভোগ করতে শতাধিক মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। এরই মধ্যে শহরের রঙাগড়া রোডে মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে দুরন্ত একটি ইনোভা (এএস ০৩ এইচ ২২২৩)। বেপরোয়া গাড়ি একাধারে ধাক্কা মেরে ১০ জনকে ঘায়েল করে। তাঁদের তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তাররা দুই মা ও মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরই মধ্যে আরেক মহিলা নুমালি বরুয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
অপরদিকে বাকি সাতজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে গৌরব গগৈ, অবিনাশ গোহাঁই-সহ তিন জনের অবস্থা সংকটজনক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে বড়সড় ষড়যন্ত্র করছেন জেরা শেষে জানালেন মুকুল

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "আমি কোনও টাকা নিইনিঊ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে বড়সড় ষড়যন্ত্র করছেন"ঊ নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের আড়াই ঘন্টা জেরার পর বেরিয়ে এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ঊ ম্যাথু স্যামুয়েলের করা নারদার স্ট্রিং অপারেশনে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল তৎকালীন তৃণমূল নেতা মুকুল রায়কেঊ এর তিন বছর পর আইপিএস অফিসার এস এম এইচ মির্জাকে গ্রেফতারের পর মুকুল রায় ও মির্জাকে মুখোমুখি বসিয়ে আজ প্রথম জেরা করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররাঊ

গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার মুকুল রায়কে সিবিআই দফতরে ডেকে পাঠানো হলে তিনি তাঁর আপ্ত সহায়ককে দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে জানান ২ অক্টোবর পর্যন্ত সময় চান তিনিঊ কিন্তু নাছোড় সিবিআই। ফলে আজই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে আসতে একপ্রকার বাধ্য হন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। মহালয়ায় তর্পণের সময় শেষ হলেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন তিনি। শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ তিনি নিজাম প্যালেসে পৌঁছন। ধৃত পুলিশকর্তা সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জার মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে মুকুলকে তলব করা হয়েছে বলে সিবিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি

এদিন আড়াই ঘন্টা জেরার পর মুকুলবাবু জানান, "আমি সব রকম সহযোগিতা করবোঊ যতবার আমাকে সিবিআই ডাকবে আমি ততবার আসবঊ" তাঁর আরও দাবি, "আমাকে কি ভিডিওতে টাকা নিতে দেখা গেছে নাকিঊ আমি টাকা নিইনিঊ আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ষড়যন্ত্র করে ফাঁসাচ্ছেনঊ"

নারদকাণ্ডে ম্যাথু স্যামুয়েলকেও ডেকে পাঠিয়েছেন সিবিআই গোয়েন্দা। সূত্রের খবর, ম্যাথু স্যামুয়েল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, মুকুল রায় এবং এসএমএইচ মির্জাকে তাঁর মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।

গত বৃহস্পতিবার আইপিএস এসএমএইচ মির্জা গ্রেফতার হওয়ার পরেই মুকুলবাবু সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, "আমি টাকা নিয়েছি, এমন ছবি কেউ দেখাতে পারেনি। কাউকে টাকা লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শও দিইনি"ঊ সেই সঙ্গে মির্জার গ্রেফতারিতে তাঁর উপরে কোনও চাপ নেই, তা বোঝাতে এও জানাতে ভোলেন নি। বলেন, "আমি চাই সত্য উদঘাটন হোক। আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে"ঊ কিন্তু শুক্রবারই সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

প্রদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তাঁর ইস্তফা ত্রিপুরায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছে দিতে সহায়ক হবে।

অবশ্য, রাজনীতিতে থাকবেন নাকি সন্ন্যাস নিয়েছেন, সে-বিষয়ে আজ প্রদ্যুৎ কিশোর ঝেড়ে কাশেননি। ফলে, আগামী দিনে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সংগঠন কোন স্তরে গিয়ে ঠেকবে, তা আন্দাজ করা যাচ্ছিলনা।

কিন্তু, সন্ধ্যার মধ্যেই ছবি অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর জরুরি তলবে সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি ছুঁটে গেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। অবশ্য, তিনি জানিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে প্রিয়াঙ্কার ডাক পেয়ে দিল্লি এসেছি। এর সাথে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। কিন্তু, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, প্রদ্যুতের ঘর ওয়াপসি এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

মানুষজনেরা

তিনের পাতার পর

দলমা হাতির দল আসত।দু আড়াই মাস থেকে ফিরে যেতে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে দলমার দল থেকে যাচ্ছে। এবিষয়ে ঝাড়্গ্রাম বনবিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্চি বলেন, 'শুক্রবার ১২ থেকে ১৪ টি হাতির একটি সিমলি এলাকায় প্রবেশ করেছে। হাতিগুলির উপর বন কর্মীরা নজর রেখেছে। যে সব কৃষকের ফসল ক্ষয়ক্ষতি করছে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপুরণ পাবেন।'

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজীব কুমারের খোঁজ পেতে সিআরপিএফের দ্বারস্থ সিবিআই

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ১০ দিনেরও বেশি হয়ে গিয়েছে কোনও খোঁজ নেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের ঊ এবার তাঁর খোঁজ পেতে সিআরপিএফের দ্বারস্থ সিবিআই ঊ সিবিআই সূত্রের খবর শনিবারই সিবিআইয়ের একটি টিম সিআরপিএফের ক্যাম্পে যায়। সেখানে সিআরপিএফের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

যে করেই হোক রাজীব কুমারের হদিস পেতে মরিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা সিবিআই। এবার তাঁর খোঁজে সিআরপিএফের সাহায্য নিতে চলেছে সিবিআই, এমনটাই সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে সিবিআইয়ের একটি টিম সিআরপিএফের ক্যাম্পে যায়। সেখানে সিআরপিএফের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। কীভাবে করা সম্ভব তা নিয়েই এদিন মূলত সিআরপিএফের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিন সকালে সিআরপিএফের ক্যাম্পে যাওয়ার আগে নিজেদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিবিআই আধিকারিকরা। যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আপাতত রাজীব কুমারের খোঁজে কোনও তল্লাশি নয়। শুধুমাত্র আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যাতে সবদিক থেকে আইনি ফাঁকফোকর না থাকে। প্রয়োজনে কলকাতার আধিকারিকরা রাজীবের খোঁজ চালাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সব কিছু নির্ভর করছে রাজীব মামলার শুনানির উপরেই। তবে আদালত যদি বড় কোনও নির্দেশ দেয় তাহলে সিআরপিএফ তদন্তে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ১০ দিনেরও বেশি হয়ে গিয়েছে কোনও খোঁজ নেই রাজীব কুমারের। নিজে আড়ালে থেকে একের পর এক নিম্ন আদালতে ধাক্কা খেয়ে এখন কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন এই পুলিশ আধিকারিক। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। সেই মামলায় কি হয় সেদিকে দেখেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সিবিআইয়ের তরফে জানা গিয়েছে।

তিনসুকিয়ায় মহালয়ার জনসমুদ্রে বেপরোয়া ইনোভা, হতাহত ১৩

তিনসুকিয়া (অসম), ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শনিবার মহালয়ার ভোরে মানুষের ঢল। এরই মধ্যে মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে বেপরোয়া একটি মোটর বাইক ও দামি ইনোভা কার। কারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেছেন দুজন, আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। ঘটনা তিনসুকিয়ায় সংঘটিত হয়েছে আজ সকালে।

আজ ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী শুনে মহালয়ার ভোর উপভোগ করতে শতাধিক মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। এরই মধ্যে শহরের রঙাগড়া রোডে মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে দুরন্ত একটি মোটর বাইক ও ইনোভা (এএস ০৩ এইচ ২২২৩)। ঘটে বাইক ও ইনোভার সংঘর্ষ। এতে ১৩ জন ঘায়েল হন। তাঁদের তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হয় তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তাররা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেন। বাকি চারজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

রাজ্যপাল ধনকরের

পাচের পাতার পর

মন্ত্রিসভার একমাত্র সদস্য। তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন, মন্ত্রিসভায় একমাত্র পুরুষ হলেন একজন মহিলা।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মহিলা স্বল্পদৈর্ঘের এই প্রতিযোগিতায় যে ৮টি ছবি এ দিন দেখানো হল, সেগুলোর মধ্যে ছিল কিছু মহিলা-বিষয়ক বা মহিলা চলচ্চিত্রকারের। প্রতিযোগিতার এবারের থিম ছিল 'টুগেদার উই ক্যান'। উদ্বোধনী ছবিটি ছিল আধুনিক মস্কোয় একটি কাফেতে লিও টলস্টয়, আলেকজান্ডার পুশকিন এবং আন্দ্রা আখমাতোভার কাল্পনিক কথোপকথনের ভিত্তিতে 'পুঞ্চ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শান্তশ্রী চৌধুরীর কবিতার ওপর তাঁর তৈরি 'ইফ অল দে মেট'। প্রদর্শিত বাকি ছবিগুলি হল নিখিলেশ দিন্দার 'অন্য আগমনী', বাংলাদেশের শাকি ফারজানের 'ছেলেমানুষি', ধীমান সাহার 'শ্রীচরণেষু মা', সাইমা আফরিনের 'রিক্সাপুলার', ঋত্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিজি', সাবারি ভাসানের দক্ষিণ ভারতীয় ছবি 'পেসুম পোর ছিতিরামে', সোম চক্রবর্তীর 'উজানথালী'। গ্রিন তারা ইনিশিয়েটিভ, ইনার হুইল ক্লাব অফ গ্রেটার টালিগঞ্জ, ইনডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম কাউন্সিল প্রমুখের উদ্যোগে হয় এটি। উদ্যোক্তাদের তরফে ভাষণ দেন শান্তশ্রী চৌধুরী, ডাঃ রুচি গুপ্তা, মমতা গুপ্ত, নিখিলেশ দিন্দা প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথাযথ সময় পায়। এছাড়া শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ৩ মার্চ শিক্ষক অভিভাবক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যা ত্রিপুরার বুকে এক ঐতিহাসিক দিন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখন গ্রীষ্মের ছুটিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ করানো হয়। শিক্ষা দপ্তরের এসব ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে মাধ্যমিকে পাশের হার ৫ শতাংশ বেড়েছে। জনজাতি অঞ্চলে ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীর হার কমেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে এই সব ব্যবস্থাগুলি আগেও করা যেত। কিন্তু পূর্বতন সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

প্রদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

বদল কিংবা বাতিলের কোনও এক্তিয়ার নেই আদালতের। এ-ক্ষেত্রে সংসদে আইন পাশ হলে তবেই ওই চুক্তিতে পরিবর্তন সম্ভব।

এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর বলি বন্ধে আদালতের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা দাবি করেছেন। কারণ, মানুষ আমিষভোজি হবেন নাকি নিরামিষাশী, তা আদালত ঠিক করে দিতে পারে না, বলেন তিনি।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সাথে তিনি বলেন, মিটার পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করাও জরুরি হয়ে পড়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ১৬০ মেগাওয়াট এবং নেপালে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রয় করা হচ্ছে। তবে রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সংস্থান রেখেই বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দুর্গোৎসবে বিদ্যুতের কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে নজর রেখে বহিঃরাজ্য থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করা হচ্ছে। তিনি জানান, প্রতিবছর বিদ্যুৎ রিজার্ভ রাখা হয়।

আগমনীর অপেক্ষা...

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির পুকুরেই অধিক সংখ্যক লোক তর্পন করতে জমায়েত হয় বলে জানালেন পুরোহিত প্রশস্ত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন বিগত প্রতিপদ থেকে শুরু করে মহালয়া পর্যন্ত এই ১৫ দিন পিতৃপক্ষ একে প্রেতপক্ষও বলা হয়। এই সময় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল তিল উৎসর্গ করে তর্পন করা হয়। অম্যাবশ্য শেষ হতেই শুরু দেবী পক্ষের। প্রকৃত পক্ষে এদিন থেকেই পড়ে গেল পুজোর ঢাকে কাটি। রাজ্য বাসীও মেতে উঠল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবে।

জে পি নাড্ডার তর্পণ ঘিরে সমালোচনার ঝড় ঘাসফুল শিবিরে

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপির মৃত শহীদদের নামে বিজেপির কার্যনির্বাহী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার তর্পন করাকে কটাক্ষের সুরে বিধলেন তৃণমূল শিবিরঊ তাঁর এই কর্মসূচিকে কার্যত আমলই দিল না ঘাসফুল শিবিরঊ তাঁদের দাবি গেরুয়া শিবিরের এই সমস্ত বিষয়টিই ভীষণ লোক দেখানোঊ

এদিন তর্পণ করে জে পি নাড্ডা জানান, "পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজ্যত্ব চলছে। কোনও আইন কানুন নেই। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের গলা টিপে শেষ করে দেওয়া হচ্ছেঊ"

তাঁর এই মন্তব্যের পর সমালোচনায় মুখর হয়েছে ঘাসফুল শিবিরঊ নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, "উনি নিজেই জঙ্গল থেকে এসেছেন ঊ তাই ওনার এই রকম মনে হচ্ছেঊ" তাঁর কথায়, "দেশে অক্সিজেনের অভাবে শিশু মারা যাচ্ছে, শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বেকার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেঊ সেখানে বাংলার অবস্থা অনেক ভালঊ"

তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় আবার গেরুয়া শিবিরের এই কর্মসূচিকে পাত্তা দিতে রাজি ননঊ তাঁর মতে তর্পনের মত এত আবেগতাড়িত গোটা বিষয়টিকে নাটকীয় করে ফেলছেন বিজেপির এই কার্যনির্বাহী সভাপতিঊ সৌগতবাবুর কথায়, "তর্পণ করার মধ্যে দিয়ে ওরা হিন্দু ধর্মকে বিকৃত করেছেন। তর্পণ করা যায় একমাত্র নিজের পূর্বপুরুষের নামে। এভাবে তর্পণ করার কোনও যৌক্তিকতাই নেইঊ"

এদিন তর্পণ করার পর কার্যত রাজ্যের শাসক দলকে একহাত নিয়েছেন জে পি নাড্ডাঊ এর পাল্টা উত্তর দিয়ে তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, "জঙ্গলের রাজত্ব চলছে এটা উনি কী করে বলছেন। এখানে বিজেপি নেতারা আসছেন যাচ্ছেন। উনি পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি আসেননি, এবার নতুন এসেছেন। পার্টি কর্মীদের মুখের কথা শুনে বলছেন উনি। একেবারে দায়ীত্বজ্ঞাণহীনের মতে কথা বলছেন উনি।" ক্ষোভ প্রকাশ করে সৌগতবাবু জানান, "বিজেপি যাই বলুক নাড্ডা এলেও খুব বেশি তফাত হবে না। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল থাকবে। পিতৃপুরুষের নামে যে তর্পণ করা হয় তা এভাবে করে কোনও লাভ হবে নাঊ"

শহরে 'ট্রেন্ড সেটার' সুরুচির থিম সঙে সেলেবরা

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি স)। শনিবার নজর কাড়বে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘের এবারের দুর্গাপুজোর 'ভাবনা সঙ্গীত' (থিম সং)। নন-ফিল্মি গান হিসেবে গত কয়েক বছর ধরেই সুরুচির থিম সং জায়গা করে নিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের মুঠো ফোনের কলার টিউনে। ইউটিউবেও রমরমিয়ে চলছে তা।

গীতিকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীকে সুরের মূর্চনায় মুড়ে সুরকার জিৎ গাঙ্গুলি গাইয়েছেন আর এক বাঙালি শ্রেয়া ঘোষালকে দিয়ে। মমতা লিখেছেনউৎসবের অঙ্গনে আজ সবার আমন্ত্রণ/উৎসবের শুভালোকে আজ আলোকিত মন। রাজনৈতিক জটিলতা, আবর্তন আর বিবর্তন ভুলে প্রাণের উৎসবে বাংলা গ্রহণ করবেই মমতার এই আমন্ত্রণএই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই আজ, শনিবার মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনায় প্রকাশিত হবে মমতার লেখা সুরুচির থিম সং। ভাবনা সঙ্গীতের চিত্রায়ণও হয়েছে। থিম সংয়ের অ্যালবামের সঙ্গেই প্রকাশিত হবে সেই ভিডিও। তাতে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানার অংশ হয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত আর সাংসদ-অভিনেত্রী নুসরত।

এনিয়ে পরপর পাঁচবার সুরুচির দেবী আবাহনের ভাবনা সঙ্গীতের গীতিকার হলেন মুখ্যমন্ত্রী। যে আয়োজনের কর্তা আবার মমতার অন্যতম ভরসা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বারো মাসে ১৩ পার্বণের বাংলায় উৎসব মানেই গর্ব আর ঐতিহ্য। মেলবন্ধনের সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে চলে আসা সেই রীতিকেই কলমে বেঁধেছেন মমতা। সুরুচির জন্য লিখেছেন যে গান, তার ছত্রে ছত্রে বাংলার সেই রেওয়াজকেই তুলে ধরেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেনধর্ম, বর্ণ কিংবা বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে আজি/প্রতি গৃহকোণ পরো সজন, নব সাজে রূপে সাজি। ধর্ম যার যার, উৎসব সবারনিজের মধ্যে বেড়ে ওঠা সেই উপলব্ধিকে বাংলার মানুষের সঙ্গে বারবার ভাগ করে নিয়েছেন মমতা। উৎসব মানেই আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার পালা। সেই অনুভূতিই ঠাঁই পেয়েছে গীতিকার মুখ্যমন্ত্রীর লেখনীতে। তিনি লিখেছেনমেতে ওঠে দেখ ত্রিভুবন আজ, প্রাণের এই উৎসবে/অনাবিল এই আনন্দ হতে কেবা বঞ্চিত রবে/ধূপ-প্রদীপে আলোর মালা সমারোহের ঘরে/উৎসব আজ বেঁধেছে সবারে, মহামেলবন্ধনে....। কণ্ঠশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের গানের শেষ পর্বে দু'বার আওড়ে যে কলি বলা হল, তা অসহিষ্ণু আর বিভেদের অন্ধকার বাতাবরণে আলোর দিশারী হতেই পারে। শেষ কলিতে মমতা লিখেছেনউৎসব তোমার আমার সবার/উৎসব গর্ব বাংলার।

মন খারাপ আপামর বাঙালির, পুজোতে বৃষ্টি রুখতে বিশেষ যজ্ঞ গড়িয়ায়

গড়িয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই আকাশের মুখ ভার। নিম্নচাপের ফলে গত কয়েকদিন ধরেই দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এমনকি দেবীপক্ষের সূচনা মহালয়ার দিনও এই বৃষ্টি থামার কোন লক্ষন নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসবও যাতে পণ্ড হয়ে না যায় তাই বৃষ্টি নিধন যজ্ঞের আয়োজন করল দক্ষিণ শহরতলির একটি পুজো কমিটি। গড়িয়া বৈশাখী সংঘের উদ্যোগে মহালয়ার দিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে এই যজ্ঞ ও পুজা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি বিস্ময় বালক নয় বছরের অভিক পুরকাইতের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ।

এই মরশুমে বৃষ্টি আসতে দেরী করলেও স্লগ ওভারে কার্যত এমন ঝড়ো ব্যাটিং শুরু করেছে যে থামার নামই নেই। মাস দু"য়েক আগেও বৃষ্টির জন্য হাপিত্যেশ করছিলেন বঙ্গবাসী। ভুমি পুজো, বরুণ দেবতার পুজো এমনকি ব্যাঙের বিয়েও দিয়েছিলেন কেউ কেউ। আর এবার বৃষ্টি বন্ধের জন্য বৃষ্টি নিধন যজ্ঞের আয়োজন। ৪৭ তম বছরে পদার্পণ করেছে গড়িয়ার বালিয়া বৈশাখী সংঘের পুজো। এবার তাদের মণ্ডপ ভাবনা রাজকাহিনীর ঝাড়বাতিতে রাজকন্যার নূপুর। কিন্তু, গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে পন্ড হচ্ছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। আর মন্ডপ ভালো ভাবে তৈরি না হলে ভেস্তে যাবে এবারের পুজোর আয়োজন। মণ্ডপ তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিমা নির্মাণের কাজ যথেষ্ট বাধা পাচ্ছে এই বৃষ্টির ফলে। একই অবস্থা এলাকার অন্যান্য পুজো উদ্যোক্তাদেরও। তাই অবিলম্বে যাতে এই বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ হয় সেই কারণে যজ্ঞ, পুজা অর্চনা শুরু করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা শ্যামল সেন শর্মা বলেন, "সারা বছর ধরেই বাঙালি এই দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আমরা পুজো উদ্যোক্তারা ও দিনের পর দিন পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে মণ্ডপ, প্রতিমা সাজিয়ে তুলি সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আর সেই কটাদিন যদি বৃষ্টি হয় তাহলে সব মাটি হয়ে যাবে। আমরা তাই প্রকৃতিকে শান্ত করতে এবং পুজোর কটাদিন যাতে বৃষ্টি না হয়, মানুষ খুব ভালভাবে আনন্দ করতে পারে সেই কামনাতেই এই যজ্ঞ করছি"।

পরিকাঠামোগত সমস্যায় বিদ্যুৎ পরিষেবা রাজ্যে ধুঁকছে ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএসআর'সিসিতে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের। মহালয়ার পূণ্যলগ্নে বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা রাজ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা নতুন এই বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা নানা সময়ে বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্য বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাজ্য সরকার ভোক্তাদের মধ্যে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। শনিবার নেতাজী চৌমুহনী সংলগ্ন এনএসআর'সিসিতে বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণা দেববর্মা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি ভোক্তাকে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও পরিবহণ এবং ট্রান্সফরমার সমস্যার কারণে সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা যাচ্ছে না বলে তিনি স্বীকার করেন। পরিকাঠামোগত সমস্যা এক্ষেত্রে জঠিলতা তৈরি করেছে। সরকার এই জঠিলতা দূর করতে পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাদিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এডিবি থেকে ২০০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন সংস্কার এবং ট্রান্সফরমার বসানোর ক্ষেত্রেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। তিনি বলেন রাজ্যের লাইনম্যানদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। সরকার লাইনম্যানদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। মিটার বক্স পরীক্ষার জন্য রাজ্যে মিটার টেস্টিং ল্যাব ছিল। বিগত সরকারের আমলে কেন এই মিটার টেস্টিং ল্যাব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা বোধগম্য হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য বর্তমান সরকার সব ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। শারদোৎসবে রাজ্যে বিদুতের কোন সমস্যা হবে না বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উনি বলেন বহির্রাজ্য থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেই বিদ্যুৎ কাজে লাগানো হবে। রাজ্যের সর্বত্রই বিদ্যুৎ পরিষেবা আরও সূচারু করার লক্ষে বিদ্যুৎ নিগম বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন গতকাল ৭৯ টিলায় সাব স্টেশনে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। বিদ্যুৎ নিগমের ইঞ্জিনিয়ার এবং সর্বস্তরের কর্মীরা রাতের মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করেছেন। এটি খুবই প্রশংশনীয় বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

কৌতূহল মুকুল-মির্জাকে সিবিআইয়ের সম্ভাব্য একসঙ্গে জেরা নিয়ে

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : টানটান উত্তেজনা মুকুল রায়-এস এম মির্জাকে সিবিআইয়ের সম্ভাব্য একসঙ্গে জেরা নিয়ে। আজ এই জেরা হওয়ার সম্ভাবনা।

মুকুলবাবু প্রথমে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু নাছোড় সিবিআই। ফলে আজই নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার সম্ভাবনা বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের। মহালয়ায় তর্পণের সময় শেষ হলেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দেবেন তিনি। শুক্রবার সেই মর্মে একটি চিঠিও তদন্তকারীদের দিয়েছেন বিজেপি নেতা।অন্যদিকে, নারদকাণ্ডে ম্যাথু স্যামুয়েলকেও ডেকে পাঠিয়েছেন সিবিআই গোয়েন্দা। সূত্রের খবর, ম্যাথু স্যামুয়েল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, মুকুল রায় এবং এসএমএইচ মির্জাকে তাঁর মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক।

নারদকাণ্ডে মুকুল রায়কে শুক্রবার সকাল ১১টায় তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, এদিন হাজিরা দিতে পারবেন না। সময় চান ২ অক্টোবর পর্যন্ত। নাছোড় সিবিআই মুকুল রায়ের পাঠানো প্রতিনিধিদের হাতে ফের তলবের নোটিস ধরানো হয় শনিবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে। এরপর মুকুল জানান, তর্পণ শেষে তিনি হাজিরা দিতে পারবেন, তার আগে নয়।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুকুল-ঘনিষ্ঠ আইপিএস এসএমএইচ মির্জা গ্রেফতার হওয়ার পরেই মুকুলবাবু ডেকেছিলেন সাংবাদিক বৈঠক। দাবি করেন, 'আমি টাকা নিয়েছি, এমন ছবি কেউ দেখাতে পারেনি। কাউকে টাকা লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শও দিইনি।' সেই সঙ্গে মির্জার গ্রেফতারিতে তাঁর উপরে কোনও চাপ নেই, তা বোঝাতে এও জানাতে ভোলেন নি। বলেন, 'আমি চাই সত্য উদঘাটন হোক। আইন অনুযায়ী তদন্ত চলছে।' কিন্তু শুক্রবারই সকালে নিজাম প্যালেসে হাজিরার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, মির্জার সামনে বসিয়ে মুকুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর তাতেই স্পষ্ট হবে অনেক সূত্র।

দেবীপক্ষের সূচনা, মহালয়ার ভোর থেকে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে জনসমাগম

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা। মহালয়ার ভোর থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে বিপুল জনসমাগম হয়েছে। পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে ঘাটে ঘাটে তর্পণের পালা চলছে জোরকদমে। ফলে একপ্রকার শুরু হয়ে গেল বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। এই তর্পণ উপলক্ষে এবারও ঘাটগুলিতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। তর্পণের সময় দুর্ঘটনা রুখতে ঘাটগুলিতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ বা ডিএমজি'র ডুবরি মোতায়েন করা হয়েছে। তর্পণ চলাকালে গঙ্গায় টহলদারি চালাচ্ছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ। তাদের পাশাপাশি নৌকাতে দড়ি, বাঁশের মতো সরঞ্জাম নিয়ে ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে মাঝিরাও আছে।

মহালয়ার ভোরে গঙ্গা সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে এবারেও খুব যানজট হয়েছে। যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ যান চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ভোর চারটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত স্ট্র্যান্ড রোড ও সেন্ট জাজেস গেট রোডে মালবাহী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি। পাশাপাশি বিটি রোড, শোভাবাজার স্ট্রিট, খগেন চ্যাটার্জি রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, কাশীপুর রোড, স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডের মতো রাস্তায় পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রতিবারের মতো এবারও কলকাতা ও পার্শবর্তী জেলাগুলিতেও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অগণিত মানুষের ভিড় চোখে পড়েছে।

শুভ মহালয়া, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) মহালয়া উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নিজের ট্যুইটবার্তায় নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, শুভ মহালয়া, সবার জীবন সীমাহীন আনন্দে ভরে উঠুক, এই প্রার্থনাই রইল। মা দুর্গার আশীর্বাদ আমাদের সমাজের উপর বর্ষিত হোক। সকলের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষে সূচনার প্রতীক হচ্ছে মহালয়া। পাশাপাশি এদিনে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন দেবী দুর্গা। এই তিথিতে পূর্ব পুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকে হিন্দুরা। মহালয়ার দিন থেকেই কার্যত দুর্গা পূজোর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। হিন্দু বাঙালির মেতে ওঠে তাঁর শ্রেষ্ঠ উৎসবে। অন্যদিকে মহালয়া উপলক্ষ্যে শনিবার কলকাতায় এসেছেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। প্রয়াত দলীয় কর্মীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণও করেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট হওয়াটা অন্ধকারের পর সূর্যোদয়

ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশচাঁদ জৈন পেয়েছেন ৭৩ ভোট। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপ কুমার পেয়েছেন, মাত্র ৩ ভোট। আর তিনি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন ১৪৭ ভোট পেয়ে হয়ে গেলেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। গত দু—তিনদিন ধরেই হাওয়া ছিল তাঁর পক্ষে। সেই হাওয়ায় তাঁর বিপক্ষ শিবির গেল উড়ে। ফলাফল ঘোষণার পর থেকে অন্তত ৪ বার কথা হল আজহারের সঙ্গে, তারই নির্যাস তুলে ধরছি।প্রশ্ন: জেতার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া?আজহারউদ্দিন: নর্মাল। ক্রিকেট জীবনে সেঞ্চুরির পরও কি আমাকে কখনও বাড়তি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখেছেন? গত ৩ বছরে হায়দরাবাদে ক্রিকেট খেলা চলেছে ঠিকই, কিন্তু খুবই অগোছালো ভাবে। আইপিএল---এর কথাই ধরুন। হায়দরাবাদের কতজন ক্রিকেটার আইপিএল---এ খেলে? গত একমাস ধরে নির্বাচন জেতার প্রস্তুতি চলছিল। আজ শেষ হল। আমার টিমের সব সদস্যকে বলে দিয়েছি, সবার আগে হায়দরাবাদ ক্রিকেটের উন্নতি। তারপর অন্য সব।প্রশ্ন: অনেকেই নির্বাচনে জেতার জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। জেতার পর নানারকম দুর্নীতিতে ডুবে যায়।আজহারউদ্দিন: আমি কথা দিচ্ছি, যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা মোটেই ফাঁকা বুলি নয়। করতেই হবে। অনেক হয়েছে, এবার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশি সময় দেব। বিশদে পরিকল্পনা করব। গ্রাম—গঞ্জে গিয়ে দেখব নতুন কোনও প্রতিভা পাওয়া যায় কি না। দিস ইজ হাই টাইম। সঙ্গে থাকবে পেশাদারি মানসিকতাও। আমি জানি, আমার ওপর রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করব।প্রশ্ন: আনন্দ হচ্ছে তো?আজহারউদ্দিন: অফ কোর্স। প্রশ্ন: অনেকেই কিন্তু ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছে যে, আপনাকে, মানে আপনার ক্রিকেট জীবনের কালো অধ্যায়ের কথা মাথায় রেখে একটা অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসানো উচিত হয়নি।আজহারউদ্দিন: ফ্রি কান্ট্রি। নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে। আমি শুধু বলব, এটা একটা নতুন ইনিংস। ৩ বছর আগে আমি আমার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। নির্বাচনী অফিসার অন্যায়ভাবে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিল। সেদিনই ঠিক করেছিলাম, আমাকে ফিরতেই হবে। মাঝখান থেকে ৩টে বছর নষ্ট হয়ে গেল। আর এই ৩ বছরে হায়দরাবাদের ক্রিকেট আরও পেছনে চলে গেছে।প্রশ্ন: সৌরভ গাঙ্গুলিও প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের। আপনার নেতৃত্বে সৌরভের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। দুজনেই একসঙ্গে বোর্ডের সভায় যাবেন, ব্যাপারটা ভাবতে ভাল লাগছে না?আজহারউদ্দিন: সৌরভ ইতিমধ্যেই বোর্ডের কাজকর্মের সঙ্গে রপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমি সেখানে শিক্ষানবিশ হিসেবে শুরু করছি। সতীর্থ ক্রিকেটার সঙ্গে থাকলে, কাজ শেখা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার সুবিধা অবশ্যই পাব বলে মনে করি।প্রশ্ন: যদি আপনাকে বোর্ডের সচিব বা সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তাহলে গ্রহণ করবেন?আজহারউদ্দিন: এই তো সবে নিজের অ্যাসোসিয়েশনে চেয়ার পেলাম। অতদূর ভাবিনি। কোনও দায়িত্ব দিলেই পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে না। যেহেতু

কর্মকর্তা হিসেবে অভিজ্ঞতা নেই বিশেষ, তাই, হয়তো, এই মুহূর্তে, বড় কোনও পদে আমার কথা ভাবা হবে বলে মনে হয় না। আমার এখন একটাই চিন্তা, ক্রিকেট, ক্রিকেট এবং ক্রিকেট। আরও পরিষ্কার করে বললে, হায়দরাবাদ ক্রিকেটের উন্নতি।প্রশ্ন: মনে আছে, হায়দরাবাদের পুরনো স্টেডিয়াম, ফতে ময়দানে পরিকাঠামো এত খারাপ ছিল যে, আপনি ভারতের হয়ে খেলার সময় ড্রেসিংরুমে প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।আজহারউদ্দিন: শিবলাল যাদব দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন স্টেডিয়াম হয়েছে। ড্রেসিংরুমে আর সেই পরিবেশ নেই। তবে শিবলাল তো দায়িত্বে নেই অনেক বছর। যে কারণে প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, তার জন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত। দেশের অধিনায়ক হিসেবে খেলতে এসে সতীর্থরা যখন অধিনায়কের কাছে তার অ্যাসোসিয়েশনের ন্যূনতম পরিকাঠামো না থাকা নিয়ে সমালোচনা করে, তখন তো আর সহ্য করা যায় না। এখন আমার রাজ্যের ক্রিকেট একেবারে তলানিতে। খোলনলচে পাল্টে নতুন করে শুরু করতে হবে।প্রশ্ন: আবার ফিরছি আপনার অনুভূতিতে। এই যে বড় একটা পাথর বুকের ওপর থেকে নেমে গেল, এটার জন্য বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া?আজহারউদ্দিন: আগে ভাল কিছু করি, তারপর। কিছু লোক আমার জীবনের কালো অধ্যায়ের ওপর আলো ফেলতে চাইবেই। রাতের পর যেমন সকাল হয়, তেমনি এই প্রেসিডেন্ট হওয়াটা একটা সূর্যোদয়ের মতো ব্যাপার। জানি না অন্ধকার কতটা কাটল, বা আদৌ কাটল কিনা। তবে, ক্রিকেটের উন্নতি করাটাই এখন আমার কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ। এবং আমাকে এই লড়াইয়ে জিততেই হবে। না, না, ক্রিকেট জীবনে পাওয়া কোনও সেঞ্চুরির সঙ্গে এই প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনও তুলনা হয় না। এটা মানি, ওই সেঞ্চুরিগুলো করেছিলাম বলেই আমি মহম্মদ আজহারউদ্দিন হতে পেরেছিলাম।

জল থই থই পিচে অনুশীলন করতেন শচীন

জল থই থই পিচের মধ্যে ক্রিকেট! হ্যাঁ, এমনই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। খেলার সময়ের একটি ভিডিও টুইটারে পোস্ট করেছেন শচীন। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে জলমগ্ন পিচে শচীনকে থ্রো—ডাউন দিচ্ছেন তাঁর বন্ধুরা। বল পিচে পড়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে যা উইকেটের পেছনে চলে আসছে। আর তার মধ্যেই শচীন কখনও চাবুকের মতো সোজা শট খেলছেন, কখনও আবার ড্রাইভ মারছেন। শচীনকে শট মারতে দেখে তাঁর বন্ধুরা অবশ্য খুশি হচ্ছিলেন না। যখন বলে ব্যাট লাগাতে পারছিলেন না, ডাক করছিলেন, কিংবা ক্যাচ দিচ্ছিলেন তখনই বন্ধুরা উচ্চস্বরে চিৎকার করছিলেন ও হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে শচীনকেও হাসতে দেখা গিয়েছে ভিডিওতে। আন্তর্জাতিক বোলাররা বাইশ গজে শচীনকে সম্মান দিলেও বন্ধুদের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা যায়নি।

লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মাস্টার ব্লাস্টার শচীনের

সকাল থেকেই বলিউডের সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন অনেকেই। এদিন, মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর লতাজির উদ্দেশে বললেন, জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে। এমন কোনও দিন যাইনি যখন আপনার গান আমরা শুনিনি। ভাল থাকবেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় শচীন একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন এবং লেখেন, ”৯০ তম জন্মদিনে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা লতাজি। সত্যি কথা বলতে, আমার মনে নেই প্রথমবার কখন আমি আপনার গান শুনেছিলাম। কিন্তু এমন কোনও দিন যাইনি যখন আপনার গান আমি শুনিনি। আপনি সবসময়ই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। এখনও মনে আছে আপনি আমাকে আপনার গানের একটি লাইন লিখে পাঠিয়েছিলেন, ”তু

জাহা জাহা চালেগা” গানটি আমার বেশ পছন্দের। আপনার দেওয়া এই উপহারটা সবসময় মনে রাখব।”শচীনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লতা মঙ্গেশকরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ১৯২৯ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর একটি ছোট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লতা মঙ্গেশকর। ছোট থেকেই গান বাজনা নিয়ে চর্চা করতেন তিনি। শুধু ভারতেই নয়, দেশ-বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। তিনটি জাতীয় পুরস্কার, ১২টি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোশিয়েসন অ্যাওয়ার্ডাস, ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন গায়িকা। ১৯৪২ সালে এই যাত্রা শুরু করেন লতা মঙ্গেশকর। এরপর ধীরে ধীরে একাধিক ছবিতে গান গেয়েছেন তিনি। হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মারাঠি, ওড়িয়া এবং আরও আঞ্চলিক ভাষায় গান করেছেন গায়িকা।

নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত ধোনিই নিক, বলছেন ধাওয়ান

নিজের কেরিয়ারে ধোনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ও কখন অবসর নেবে, সেই সিদ্ধান্ত ধোনির উপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক। ধোনির কেরিয়ার নিয়ে জল্পনা চলছেই। এমন আবহেই এমন মন্তব্য এবার শিখর ধাওয়ানের। ইন্ডিয়া টিভি-র জনপ্রিয় শো আপ কি আদালতে ধাওয়ান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ”ধোনি বহুদিন ধরে খেলছে। আমার মনে হয়, ধোনি ভালমতোই বোঝে ও কখন সরে দাঁড়াবে। এটা পুরোপুরি ওর সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার সময়ে ধোনি বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই সময় এলে ধোনি নিজেই সরে দাঁড়াবে।”বিশ্বকাপে প্রত্যাশামতো পারফরমান্স না করতে পারেননি। তারপরে সেনাবাহিনীর ডিউটির কথা বলে ধোনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে। তারপরে ধোনিকে আবার নির্বাচকরা রাখেননি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। সূত্রে জানান গিয়েছে, ধোনি নিজেই নাকি খেলতে চাইনি। আপাতত তিনি বিশ্রামে রয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম আবার দাবি করেছে, ধোনির পিঠের পুরনো চোট সারেনি বলেই নভেম্বর পর্যন্ত ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন।নভেম্বর পর্যন্ত ক্রিকেটে নেই ধোনি, বিশ্রামে থাকবেনতবে এমন জল্পনার মধ্যেই ধাওয়ান জানাচ্ছেন, ”ধোনি একজন মাঠে দুর্দান্ত নেতা। প্রত্যেক ক্রিকেটারের গুণ সম্পর্ক ওয়াকিবহাল ও। কোন ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়ানো উচিত, সেটা ভালই জানে ধোনি। কীভাবে কোনও ক্রিকেটারের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনতে হয় সেটা ধোনি সবথেকে ভাল বোঝে। জাতীয় দলের নেতা হিসেবে ওর সাফল্যই এটা প্রমাণ করে।”মোদীর পরে ধোনিই ভারতে সবথেকে প্রশংসিত, সমীক্ষায় প্রকাশ তথ্যধোনিকে নিয়ে শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে ধাওয়ান আরও বলতে থাকেন, ”দলের নেতা হিসেবে ধোনি দারুণ সফল। যে কোনও পরিস্থিতিতে ধোনির নিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয়। ধোনির প্রতি দলের প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ। প্রতেকেই আমরা ধোনিকে শ্রদ্ধা করি। একই কথা বিরাটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।”ধোনি কি এবার অভিনয়ে? জানা গেল প্রচারমাধ্যমেবিরাট কোহলিকে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে পৌঁছে দেওয়ার পিছনেও যে ধোনি, তাও খোলসা করে দিয়েছেন জাতীয় দলের গব্বর। তাঁর সংযোজন, ”বিরাট যখন তরুণ ছিল, তখন ধোনি দারুণভাবে ওকে গাইড করে গিয়েছে। এমনকি বিরাট যখন অধিনায়ক হল, তখনও ধোনি সবসময়ে ওর পাশে ছিল। এটাই একজন প্রকৃত নেতার পরিচয়। বিরাটও এখন ধোনির প্রতি কৃতজ্ঞ, এটা দেখে বেশ ভাল লাগছে।” ধোনির পাশাপাশি ঋষভ পন্থের পাশেও দাঁড়িয়েছেন ধাওয়ান।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুরন্ত সেঞ্চুরি লোকেশ রাহুলের

টেস্টেরান পাচ্ছিলেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদও পড়েছিলেন। কিন্তু শনিবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুরন্ত সেঞ্চুরি করলেন লোকেশ রাহুল।কেরলের বিরুদ্ধে ১২২ বলে ১৩১ রান করলেন তিনি। ওপেন করেমারলেন ১০টি চার ও চারটি ছয়। তাঁর দাপটেই ৪৯.৫ ওভারে ২৯৪ রান তুলল কর্নাটক। পঞ্চম উইকেটে শ্রেয়াস গোপালের সঙ্গে ৯৮ রানের জুটিতে তিনশো পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন রাহুল। কিন্তু, তা হয়নি। তবে তাঁর শতরানের সুবাদেই কেরলকে ৬০ রানে হারাল কর্নাটক। ২৯৫ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কেরল থামল ২৩৪ রানে।এই ইনিংস রাহুলকে নিশ্চিত ভাবেইআত্মবিশ্বাস জোগাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ ভাল যায়নি তাঁর। চার ইনিংসে করেছিলেন ৪৪, ৩৮, ১৩ ও ৬। উইকেট ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ক্রিজে জমে গিয়েও তা বড় ইনিংসে পরিণত করতে পারেননি রাহুল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রোহিত শর্মাকে ওপেনার হিসেবে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচকরা। উইকেট ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ক্রিজে জমে গিয়েও তা বড় ইনিংসে পরিণত করতে পারেননি রাহুল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রোহিত শর্মাকে ওপেনার হিসেবে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্বাচকরা। টেস্ট স্কোয়াডে এসেছেন নবাগত শুবমন গিল।মজার হল, যেদিন রাহুল সেঞ্চুরি করলেন, সেদিনই ভিজিয়ানাগ্রামে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বোর্ড প্রেসিডেন্টের হয়ে ব্যর্থ হলেন রোহিত শর্মা। দুই বলে কোনও রান না করে আউট হলেন মুম্বইকর। টেস্টে ওপেন করার আগে এটাই ছিল রোহিতের সামনে মানিয়ে নেওয়ার একমাত্র সুযোগ। তিনি শূন্য করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলডও হয়েছেন। আর সেই দিনই শতরান পেলেন রাহুল।

অবসর নিলেন সারা টেলর

মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটি যুগের অবসান ঘটল। অবসর নিয়ে ফেললেন সারা টেলর। ইংল্যান্ডের এই ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটার মহিলাদের ক্রিকেটে অন্যতম প্রতিভাবান উইকেটকিপার। বেশ কয়েক বছর ধরেই অহেতুক উত্তেজনা, অবসাদে ভুগছিলেন তিনি।এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ‘খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি জানি একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত। এবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। প্রাক্তন এবং বর্তমান সতীর্থদের যত ধন্যবাদই দিই না কেন, সেটা যথেষ্ট হবে না। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ‘খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি জানি একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত। এবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। প্রাক্তন এবং বর্তমান সতীর্থদের যত ধন্যবাদই দিই না কেন, সেটা যথেষ্ট হবে না। একই সঙ্গে আমার গোটা সফরে পাশে থাকার জন্য বলতে হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের কথাও। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলে আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। দীর্ঘদিন দেশের জার্সি গায়ে খেলতে পেরেছি। প্রচুর স্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। ২০০৬ সালে অভিষেক হওয়া থেকে শুরু, তারপর অ্যাশেজ জয়, এবং অবশ্যই লর্ডসে বিশ্বকাপের ফাইনাল।’ টেস্ট, একদিনের ম্যাচ ও টি২০ মিলিয়ে দেশের হয়ে ২২৬টি ম্যাচ খেলেছেন সারা টেলর। রান করেছেন ৬৫৩৩। উইকেটের পেছনে শিকার ২৩২। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষে শার্লট এডওয়ার্ডস।

কোহলির চাপ কমাতে টি২০—তে রোহিতকে নেতা চান যুবরাজ সিং

আজকালের প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এইমুহূর্তে কোনও অধিনায়কের পক্ষে তিনটি ফরম্যাটেই দলকে নেতৃত্ব দেওয়া খুব চাপের। তাই বিরাট কোহলির ওপর থেকে চাপ কমাতে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ভারতের উচিত অন্য অধিনায়কের কথা চিন্তাভাবনা করা, মনে করেন যুবরাজ সিং। সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে কে হতে পারেন ভারতের অধিনায়ক? যুবির পছন্দ রোহিত শর্মা। যুবির মতে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যদি মনে করে কোহলির ওপর থেকে নেতৃত্বের চাপ কমানো দরকার, তাহলে অধিনায়কের দায়িত্ব ভাগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ২০১৯ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এর আগে কয়েকটি টি২০ ম্যাচে বিরাট কোহলিকে বিশ্রাম দিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। তখন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য পেয়েছিলেন রোহিত। যুবরাজের কথায়, ‘আগে ছিল দুটো ফরম্যাট। তখন একজন ক্যাপ্টেনের পক্ষে সবকিছু সামলানো সহজ ছিল। এখন ক্রিকেটে তিনটে ফরম্যাট। বিরাটের ওপর যদি চাপ বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে পারে ওরা (টিম ম্যানেজমেন্ট)। রোহিত তো খুবই সফল হয়েছে। ওদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কতটা চাপ পড়ছে বিরাটের ওপর বা কতটা চাপ ও নিতে পারছে। তাহলে কি টি২০—তে অন্য কারও কথা ভাবা হবে? এটা পুরোপুরি নির্ভর করছে ভবিষ্যতে ওরা কীভাবে এগোতে চাইছে তার ওপর। বিরাট এইমুহূর্তে

সেরা ব্যাটসম্যান। ও কীভাবে চাপ সামলাচ্ছে? আসলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকেই।’দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন টেস্টের সিরিজে ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। সেক্ষেত্রে ওপেনার হিসেবে রোহিতের খেলার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে রোহিতের সাফল্য দুর্দান্ত।

যুবরাজ জানিয়েছেন, কেরিয়ারের শুরু থেকেই রোহিতকে দিয়ে টেস্টে ওপেন করানো উচিত ছিল। তাঁর কথায়, ‘যদি একটা ম্যাচে সুযোগ দিয়েই পরের ম্যাচে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, রোহিত শর্মা রান করতে পারে না টেস্টে, তাহলে ১০টা টেস্ট না খেলিয়েই কীভাবে তার থেকে ভাল পারফরমেন্স আশা করা যায়? এখন যদি ওকে টেস্টে ওপেন করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে রোহিতকে ৬টা টেস্ট খেলতে দিতে হবে। ওকে বলতে হবে, যে ১০—১২টা ইনিংস তুমি সুযোগ পাবে সেখানে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। রাহুলকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই যেই হোক ওপেনার, তাকে ৬টা টেস্ট খেলতে দেওয়া হোক। যাতে সেই ক্রিকেটার নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায়।’

কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা নয়, জানালেন মিসবা

কাশ্মীর সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। ক্রিকেট নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দিতে পারেন।পাকিস্তান দলের কোচের পদে আসার পরেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মিসবা উল হক। পাক দলের ক্রিকেটার শাদাব খান যেমন জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ থেকে প্রাপ্ত ম্যাচ ফি তিনি তুলে দেবেন কাশ্মীরের মানুষের জন্য। কিন্তু মিসবা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি তাঁর গণ্ডির মধ্যেই থাকতে চান। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর দিকে প্রশ্ন উড়ে আসে, পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে ভারতীয় দল যে ভাবে ফৌজি টুপি পরে খেলতে নেমেছিল, পাক দলও কি তেমনই কিছু ভেবে রেখেছে? কাশ্মীর নিয়ে তাঁর মনোভাব কী? মিসবা বলেন, ‘পাকিস্তানের মানুষের সহমর্মিতা রয়েছে কাশ্মীরের প্রতি। কিন্তু আমাকে ক্রিকেট সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে খুশি হব।’ শুক্রবার করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বহু প্রতীক্ষিত পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কার প্রথম ওয়ান ডে প্রবল বৃষ্টির কারণে

পরিত্যক্ত হয়ে যায়। একটি বলও খেলা হয়নি। দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচের তারিখেও পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে ঠিক ছিল, দ্বিতীয় ম্যাচ হবে রবিবার। কিন্তু মাঠের জল বার করে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামকে ঠিক করতে আরও সময় লাগবে। তাই সেই ম্যাচ হবে আগামী সোমবার।এদিকে, পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ মিকি আর্থার শুক্রবার ফের জানান, তাঁর চুক্তি পুনর্নবীকরণ না হওয়ার পিছনে দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম এবং মিসবার বড় ভূমিকা ছিল। তিনি আগের অবস্থানেই অনড় থাকছেন।

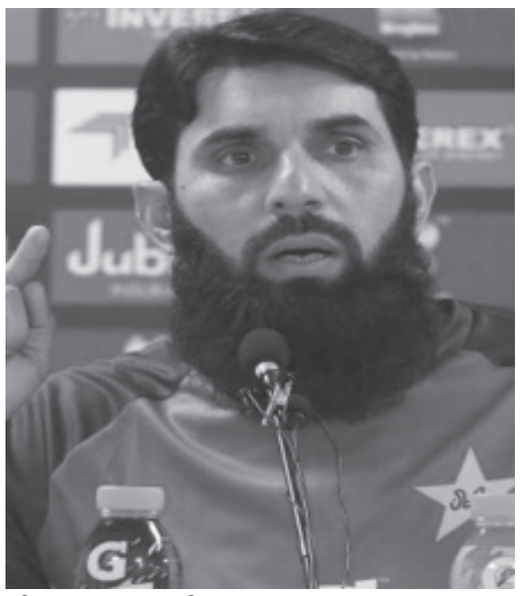

লাল বলের ক্রিকেটে ফের ব্যর্থ রোহিত, ওপেন করতে এসে ফিরলেন শূন্য রানেই

আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ওপেনার হিসেবে তাঁর উপরই ভারসা রেখেছেন নির্বাচকরা। কে এল রাহুলের লাগাতার ব্যর্থতার পর রোহিতে শর্মাকেই ভারতের ভবিষ্যত ওপেনার হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে ক্রিকেট মহলের একাংশ। কিন্তু, লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত আরও এবার ব্যর্থ হয়ে অনুরাগীদের হতাশ করলেন। সম্ভবত প্রথমবার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ওপেন করতে এলেন টিম ইন্ডিয়ার ”হিট ম্যান”। সেই প্রথম ম্যাচেই হতাশ করলেন তিনি।একসময় সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও মিডল অর্ডারে খেলতেন রোহিত। ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে প্রথমবার নিয়মিত ওপেন করা শুরু তাঁর। তার পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি হিটম্যানকে। বিরাট কোহলির পর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনিই সবচেয়ে সফল ভারতীয় ব্যাটসম্যান। এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের তালিকা তৈরি করা হলে একেবারে প্রথম সারিতে উচ্চারিত হবে রোহিত শর্মার নাম। কিন্তু, টেস্টে সেই সাফল্যের ছিটেফোঁটাও নেই। তাই টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা, এবার টেস্টেও একই পথে রোহিতকে ওপেনিংয়ে তুলে আনা হোক। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল নির্বাচনের সময় খোদ নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রধান জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রোহিত শর্মাকে ওপেনার হিসেবেই দেখতে চান তিনি। সেজন্যই লোকেশ রাহুলের পরিবর্ত হিসেবে অন্য কোনও ওপেনারকে দলে সুযোগ দেওয়া হয়নি।কিন্তু, লাল বলের ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে প্রথম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হলেন রোহিত শর্মা। বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইলেভেন বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ইলেভেন প্রস্তুতি ম্যাচে রোহিত ওপেন করতে নেমে ফিরলেন শূন্য রানেই। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন হিটম্যান। তাঁর উইকেটটি তুলে নেন ভার্নন ফিল্যান্ডার। এদিন আবার বোর্ড প্রেসিডেন্ট ইলেভেন অধিনায়কত্বও করছেন রোহিত। তিনদিনের এই ম্যাচে তাঁর ব্যর্থতা আবারও টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। যদিও অনেকে বলছেন, রোহিত বড় ম্যাচের প্লেয়ার। ২ অক্টোবর বিশাখাপত্তনমে প্রথম টেস্ট শুরু হলে তিনি নিশ্চয় সফল হবেন।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শনিবার এক অভিনব দুর্গা প্রস্তুত করে এই খুঁদে শিল্পী। ছবি- নিজস্ব।

১৮৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীদের স্পন্সর করেছে রাজ্য সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ১৮৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্পন্সর করেছে শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সকল অংশের ছাত্র ছাত্রীদের নানা সুযোগ সুবিধা প্রদানে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এই দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তপশিলী জাতি, জনজাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ, সংখ্যালঘু সম্পদায়ভুক্ত ছেলে-মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সম্পর্ণ সরকারি খরচে ২৬টি সংস্থায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এই স্লোগানকে সার্থক রূপ দিতে সকলকে সমভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ তাদেরকে স্বাবলম্বী করে না তুলতে পারলে রাজ্যের সঠিক বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের এস সি, এস টি, ও বি সি এবং মাইনোরিটি সম্পদায়ভুক্তদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি জানান, জনজাতিদের উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকার বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে।

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে জনজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪২৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৪৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, তপশিলী জাতি, সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দও বেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্যারামেডিকেল, বি এড, ডি এল এড, জি এন এম কোর্সে ভর্তি জন্য ২০১৭-১৮ সালে ৮২ জন, ২০১৮-১৯ সালে ১৪১ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ১০৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে স্পনসর করা হয়েছে। সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর থেকেও সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলির জন্য ২০১৭-১৮ সালে ২৩১ জন, ২০১৮-১৯ সালে ২৯০ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ৩২৭ জনকে স্পনসর করা হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে একই কোর্সের জন্য ২০১৭-১৮ সালে ৫৭ জন, ২০১৮-১৯ সালে ২৮৬ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ৩১১ জনকে স্পনসর করা হয়। অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী দপ্তর থেকে একই কোর্সে ২০১৭-১৮ সালে ৩৪ জন, ২০১৮-১৯ সালে ১৪৪ জন এবং ২০১৯-২০ সালে ২৩৬ জনকে স্পনসর করা হয়।

দুর্গোৎসবকে ঘিরে শান্তি বৈঠক চুরাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন দুর্গাপুজোর প্রাকমুহূর্তে উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি ও চোরের আতঙ্ক ভাব কাটাতে থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক বৈঠক। চুরাইবাড়ি থানায় হয় আজকের বৈঠক। মহালয়ার দিনে বৈটকে উপস্থিত চিলেন উত্তর জেলা পরিষদের সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ নির্বাচিত প্রধান উপপ্রধান সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তারা। পুলিশের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ অআধিকারিক রাজীব সূত্রধর, চুরাইবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জয়ন্ত দাস। কিছুদিন পূর্বে মাতা বিশ্বেশ্বরী সেবাশ্রম সহ চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি চুরি কাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, পুজোর আমেজ কিছুটা ফিকে হতে পারে। আর এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশ প্রশাসন আমজনতাকে ভরসা দিতে বৈঠকের আহ্বান করে। পুলিশ ও পাবলিকের মধ্যে সমন্বয় যাতে আরো দৃঢ় হয় এবং এলাকায় ক্রাইম যাতে কমানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে পুলিশকে সহযোগিতার আশ্বা, দেন সকলেই। ইতিমধ্যে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে দাগি ৯ কুখ্যাত চোরকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছ থেকে উঠে এসেছে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তবে এখনো চোরাইকৃত মাল উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ প্রশাসন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শারদোৎসবের আগে এ ধরনের বৈঠক আতঙ্কিত জনতার মনে অনেকটা ভরসার সঞ্চার হবে বলে অভিমত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলের।

মোবাইলে প্রেম শ্লীলতাহানীর শিকার যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৮ সেপ্টেম্বর ।। মোবাইল ফোনে প্রেম। তার পর প্রেমিকার সাথে দেখা করতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার রাশিয়াবাড়ির এক যুবতী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ মোবাইল ফোনে গভীর প্রেম চলছিল খোয়াই বেলছাড়া এলাকার ক্ষিতিশ দেববর্মার সাথে যুবতীটির। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ক্ষিতিশ দেববর্মা মেয়েটিকে পূজার ড্রেস দেবে বলে খোয়াই আসতে বললে মেয়েটি প্রেমিকের কথা মতো খোয়াই আসে। ক্ষিতিশ দেববর্মা ও তার বন্ধু অমূল্য দেববর্মা মেয়েটিকে একটি অটো রিকশা ভাড়া করে খোয়াই থেকে বেলছড়া নিয়ে একটি রাবার বাগানের মধ্যে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাগানের পাশে মমতা দেববর্মার বাড়িতে আশ্রম নেয়। পরবর্তী সময় মমতা দেববর্মা ও এলাকাবাসী মেয়েটিকে খোয়াই থানার হাতে তোলে দেন। খোয়াই থানার ওসি মনোরঞ্জন দেববর্মা তদন্ত চালিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ক্ষিতিশ দেববর্মা অমূল্য দেববর্মা ও অটো চালককে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ৪২০/৩৬৬/৩৫৪/৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা নেন।

আগরতলায় দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় আরও দুজনকে পুলিশ জালে তুলেছে। তাদের আজ শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল।

আদালত তাদের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর টিআই প্যারেডের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর তাদের আদালতে তোলা হবে। ততদিন তারা জেল হাজতে থাকবে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে জনৈক মহিলাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছিল।

ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার ওসি জানিয়েছেন, গতকাল রাতে এয়ারপোর্ট থানাধীন নবগ্রাম এলাকা থেকে সন্দেহভাজন অশোক দেব ও প্রসেনজিৎ অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। তিনি জানান, আদালতে তাদের টিআই প্যারেড এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর টিআই প্যারেডের অনুমতি দিয়েছে।

তাদেরকে ১ অক্টোবর পুনরায় আদালতে তোলার নির্দেশ দেওয়ে হয়েছে। ওইদিন পুলিশ রিমান্ড নিয়ে বিবেচনা করা হবে বলে আদালত জানিয়েছে। ফলে ১ অক্টোবর পর্যন্ত তারা জেল হাজতে থাকবে।

প্রসঙ্গত, ওই ধর্ষণের ঘটনায় ত্রিপুরায় তোলপাড় অবস্থা। রাতের শহর আগরতলায় নারীর নিরাপত্তা নিয়ে হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন রাজ্য সরকার।

তবে ওই ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে ৮ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পুলিশ সক্ষম হওয়ায় কিছুটা মুখ রক্ষা হয়েছে সরকারের।

১০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার পাথারকান্দির বাসিন্দা-সহ ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ১৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

কলমচৌড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বক্সনগর সড়কে একটি মারুতি গাড়ি থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে। কলমচৌড়া থানার ওসি জানান, টিআর ০৮ এ ০৬২৭ নম্বরের গাড়িটি বক্সনগর সড়কে ভেলুয়ারচড়ে আটক করা হয়। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ল্যাপটপের ব্যাগে ৯৫টি প্যাকেট নেশার ওষুধ উদ্ধার হয়েছে। প্যাকেটগুলিতে ২০০টি করে ইয়াবা ট্যাবলেট রাখা ছিল। এতে মোট ১৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকা।

তিনি জানান, ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের দায়ে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বাসিন্দা কাজির উদ্দিন (২৩), গাড়ির চালক আমতলির বাসিন্দা প্রবীর দাস (২৫), কদমতলার বাসিন্দা আবু বক্কর আহমেদ (২৭) এবং ধর্মনগরের বাসিন্দা জাহির আলিকে (২৫) গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কাছ থেকে ৫-টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কলমচৌড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি শিলচর (অসম) থেকে ট্রেনে আগরতলায় আনা হয়েছিল। এর পর আগরতলা স্টেশন থেকে গাড়িতে করে কমলনগরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের র‍্যালী কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ সেপ্টেম্বর।। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ কৈলাসহর শাখার পক্ষ থেকে মহালয়ার পূণ্যলগ্নে কৈলাসহরের বুকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়। কৈলাসহর টাউন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা শেষ করে পুনরায় টাউন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। দেবীপক্ষের সূচনাতে হিন্দু ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে এই শোভাযাত্রা। পাশাপাশি এই শোভাযাত্রায় শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রা সুসজ্জিত বিভিন্ন টেবলুর পাশাপাশি সচেতনতা মূলক টেবলু ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরেই হিন্দু জাগরণ মঞ্চ মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে এ ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজন করে আসছে। শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহর এলাকার আপামর নাগরিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রমজীবী মানুষদের 'কুর্নিশ' জানিয়ে নজর কাড়ছে সমাজসেবী সংঘ

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শ্রমিক বলতেই সংজ্ঞা হিসাবে মনে পড়ে যিনি শ্রম দান করেন, তাঁর কথা। কারও বা শ্রমিক বলতেই মনে পড়ে কার্ল মার্কসের কথা। শ্রমিকনেতা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও অনেকের শোনা। কিন্তু পুজোমন্ডপে শ্রমিক? হ্যাঁ, এবারের পুজোয় সেই শ্রমজীবী মানুষদের 'কুর্নিশ' জানাচ্ছে সমাজসেবী সংঘ।

সমাজের শ্রমজীবী মানুষ দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলকাতাকে নিজের ছন্দে চলতে সাহায্য করেন। স্বল্প চাহিদায় কাটে তাঁদের দিন। দিন আনা দিন খাওয়া সেই মানুষগুলো মুখে হাসি নিয়ে দিনভর পরিষেবা দিয়ে যান। সেই ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়েই সমাজসেবী সংঘের রূপায়ণে শিল্পী প্রদীপ দাস। থিমের পোশাকি নাম- 'কুর্নিশ'।

কীভাবে তাঁদের দিন গুজরান হয়, তা অনেকেই অজানা। কেউ কাঠ মিস্ত্রি, কেউ স্বর্ণকার, কেউ নাপিত, কেউ মিষ্টির দোকানের কারিগর, কেউ পরিচারিকা, কেউ জোগারি, কেউ রিক্সা বা ভ্যানচালক। ওঁদের আমরা দেখি প্রতিনিয়ত। কেউ ভিনরাজ্য থেকে, কেউ আবার অন্য জেলা থেকে শহর থেকে কলকাতায় আসেন কলকাতায় আসেন। কিন্তু আলো-বাতাসহীন ঘুপচি চার দেওয়ালের মধ্যে আধপেট খেয়ে তাঁদের দিন চলে। এহেন মানুষদের স্বীকৃতির দেওয়ার কথা ভাবেনি কেউ-ই। এবার তাঁদের কথাই সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেবে সমাজসেবী সংঘ।বরাবরই ছকভাঙা বিষয়-ভাবনা দিয়ে তাদের মণ্ডপ গড়ে সমাজসেবী। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। মণ্ডপসজ্জায় শ্রমজীবী মানুষদের কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। মণ্ডপ সাজাতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেলুন, স্যাকরার দোকান, মিলের টিনের মতো নানা জিনিস। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজসেবীর প্রতিমা গড়ছেন মৃৎশিল্পী পিন্টু শিকদার।

দিল্লিতে ভারত মাতার সাত ফুটের মূর্তি বসাবে ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : খাস রাজধানী দিল্লির বুকে সাত ফুটের ভারত মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। রবিবার উত্তর পর্ব দিল্লির সোনিয়া বিহারে একটি মন্দিরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বহিন্দু পরিষদের অভিলাষ সিং জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির করার পর গোটা ভারতজুড়ে একতার অনুভূতি আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দেশাত্মবোধ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে ভারত মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্যান্য দেব-দেবীদের থেকে অনেক বেশি আরাধনা করা উচিত ভারত মায়ের। তিনি আরও জানিয়েছেন মূর্তিটি কিনেই বসানো হবে ভারত মাকে। জয়পুর থেকে মূর্তিটি কিনে আনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করার পর করা হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। উপস্থিত থাকবেন দুর্গা বাহিনীর সদস্যারা। এই উপলক্ষ্যে চার কিলোমিটার শোভাযাত্রা করবে দুর্গা বাহিনী। মোটর বাইককে করে মিছিল করবে বজরঙ্গ দল।

হেলতে দুলতে বয়ে যাওয়া মেঘের ভেলায় ওরা বলবে "আমিও দুর্গা"

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাচ্চাদের দু মুঠো খাবার বা বই-খাতা, জামা-কাপড় দিয়ে সমাজসেবার দায় সাড়তে চায় না স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সংবেদন'। পুজোর মুখে, কাল রবিবার হাতিবাগানের সংঘতীর্থ পুজোর মণ্ডপ সংলগ্ন লাহা কলোনির মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ফুটপাথের এক দল কিশোরীকে নিয়ে অভিনব এক অনুষ্ঠান।

উত্তর কলকাতার ৪০ কিশোরীদের নিয়ে এই অভিনব র‍্যাম্প ওয়াকের আয়োজন করেছে স্বেচ্ছাসেবী 'সংবেদন'। রবিবার সন্ধ্যায় থাকবেন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা যাঁরা র‍্যাম্প ওয়াকের পর সেরাদের বেছে নেবেন। এই ৪০ জনের মধ্য থেকে সেরা দশজনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে সকলের জন্যই থাকছে পুরস্কার। কেন এমন আয়োজন? সংবেদনের কর্তা সমিত সাহার কথায়, 'ফুটপাথের মেয়েদের নিয়ে অনেকে অনেকরকম অনুষ্ঠান করেন। তাদের পুজোর সময় পোশাক দেওয়া কিংবা খাবারও দেন। কিন্তু আমরা ওই কিশোরীদের আলাদা পরিচিতি দিতে চাই। তাই ওদের মধ্যেও যে দুর্গারূপী এক সত্ত্বা রয়েছে তা তুলে ধরতেই এমন আয়োজন।' শরতের আবাহনী। শিউলি গাছের তলায় কমলা, সাদা উল্টে পড়ে থাকা ফুলগুলো ওদের কাছে একটি রঙিন বস্তুমাত্র।

এআইসিসি-র সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন রোহন গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধী শনিবার রোহন গুপ্তা-কে এআইসিসি-র (অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি) সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছেন।

দলের পক্ষ থেকে এদিন দলের সাধারণ সচিব কে সি বেণুগোপালের সাক্ষর করা একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'তাৎক্ষণিক প্রভাবের সঙ্গে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে রোহন গুপ্তাকে নিয়োগ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।' এর আগে রোহন গুপ্তা গুজরাট কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনের পর বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন দিব্যা স্পন্দনা পদত্যাগ করার পর থেকে এই পদটি শূন্য ছিল। এদিন রোহন গুপ্তাকে এআইসিসি-র সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ারপার্সন পদে নিয়োগ করলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধী।

আধ্যাত্মিকতা ভারতের আত্মা : কৃষ্ণ গোপাল

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আরএসএস এবং ভারত সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। শনিবার রাজধানী দিল্লিতে প্রাক্তন সিভিল সার্ভিস আমলাদের এক সভায় এমনই দাবি করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের(আরএসএস) সহসরকার্যবাহ ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল। পাকিস্তান এখন ভারত এবং আরএসএসের নিন্দা করে চলেছে। এতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে আরএসএস সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ভারতের আত্মা। আর তাই আমাদের বিশেষণ। তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে কোনও কিছুই আর টিকবে না। দেশের মৌলিক গঠনের সহায়তা হয় এই আধ্যাত্মিকতা বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের সংগঠনের আয়োজিত ধর্মের গ্লানি শীর্ষক দুইদিনের আলোচনার সভার উদ্বোধন শনিবার করেণ ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল। এদিন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কেবল মাত্র ভারতের জন্য কাজ করে চলেছে। পৃথিবীর কোথাও এর কোনও শাখা নেই। ভারতের উপর রেগে থাকার কারণেই পাকিস্তান আরএসএসের উপর রেগে রয়েছে। এখন ভারত এবং আরএসএস সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। গোটা বিশ্ববাসীর উচিত বিষয়টি বোঝা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কটাক্ষ করে ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল জানিয়েছেন, ইমরান খাওয়ার গোটা বিশ্বজুড়ে প্রচার করে চলেছেন যে আরএসএস এবং ভারত এক। বিশ্বজুড়ে আরএসএসের নাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ইনরান খান। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে ভারত রয়েছে তা গোটা বিশ্ববাসী বুঝতে পেরেছে। পাশাপাশি বিশ্ববাসী এটাও বুঝতে পেরেছে যে আরএসএসও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এদিন নিজের ভাষণের শুরুতে গীতা শ্লোক 'যদা যদা হিতধর্মস্য" উদ্ধৃতি করে ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল জানিয়েছেন, মহান পরম্পরাকে নিয়ে চলা সমাজের মাঝে মাঝে নিজেদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো উচিত। তাতে করে সেই সমাজের ভবিষ্যত আরও সুন্দর হয়। ইতিহাসকে তৃতীয় চক্ষু হিসেবে অবিহিত করে বর্তমান সময়ের সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বেদ অধ্যায়নের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি জানিয়েছেন বেদ দর্শন এবং নির্দেশ শাশ্বত ও সর্বকালীন।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন তাদের কটাক্ষ করে কৃষ্ণ গোপাল জানিয়েছেন, ভারত যতটা আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছে ততটাই আর্থিক দিক দিয়ে প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

জাতপাত, ছুঁৎ-অচ্যুতের কুপ্রথার নিন্দা করে কৃষ্ণগোপাল জানিয়েছেন, জাতপাতের নামে বিভাজন তৈরি হলে দেশের চরিত্রে খামতির দেখা দেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে দাস প্রথা ছিল। সেই সকল মানুষেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কেবল মাত্র বিক্রিই হতে থাকে। এই দাস প্রথা আমাদের এখানে নেই। বেদ, উপনিষদ সহ অন্যান্য গ্রন্থে অস্পৃশ্যতার কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু এটি আমাদের সমাজে চলে আসে। একটা সময় এমন ছিল যখন মানুষ একে অন্যকে স্পর্শ করতে ভয় পেত। আধ্যাত্মিকতা ভারতের আত্মা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।